www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৮ বৈশাখ – ১৪ বৈশাখ, ১৪২৪ ঃ ২২ এপ্রিল – ২৮ এপ্রিল, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 27, 22 April - 28 April, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সীমানা ছাড়িয়ে এবার অরণ্যে
ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে প্রশিক্ষণহীনদের নিয়ে

এখনও টানাপোড়েন চলছে রাজ্যে। তার মধ্যে স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়ে দিল পরবর্তী টেট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ছাড়া আর কেউ পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে না। রাজ্যের দাবি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রশিক্ষণহীনদের টেট দেওয়ার রাজ্যের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে।

রবিবার : দিল্লির কোনও দোকানে লেখা মোছার হোয়াইটনার বা থিনার বিক্রি করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল জুভেনাইল জাস্টিস

বোর্ড। মাদক ও গন্ধের নেশা থেকে শিশুদের দূরে রাখতে এই পদক্ষেপ। প্রতিটি জেলায় একটি করে নেশামুক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলারও নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড।

সোমবার : বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে

রেল এবার প্রস্তাব রাখল ৮ হাজার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের। এইসব কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়ে একদিকে যেমন রেল চলবে তেমনই প্ল্যাটফর্মের বিদ্যুৎও সরবরাহ হবে। এতে খরচের সঙ্গে বাঁচবে পরিবেশ। সফল হলে আরও কেন্দ্র খোলার ভাবনা রয়েছে রেলের।

মঙ্গলবার : ম্যাথু স্যামুয়েলের নারদ স্টিং অপারেশনের ভিডিওতে

সরাসরি টাকা নিতে ১৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করল সিবিআই। রাজ্যে শাসক দলের ১২ জন নেতা–মন্ত্রী–সাংসদ–এর সঙ্গে রয়েছেন এক আইপিএস অফিসার। পরবর্তী পদক্ষেপের আশায় রাজ্যবাসী। রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে রাজ্যে।

বুধবার : পুলিশ কর্মীর অভাবে থানাগুলি প্রায় অচল হয়ে উঠেছে।

কেন পুলিশকর্মী নিয়োগ হচ্ছে না তা জানতে চেয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে তলব করল সুপ্রিম কোর্ট।

বৃহস্পতিবার : লালবাতি মানেই ভিআইপি। রাস্তা ঘাটে এই

বাতির দৌরাত্ম্যে জেরবার মানুষ। রাজনৈতিক নেতাদের এই সাধের লালবাতি নিষিদ্ধ হল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। শুধু অ্যাম্বুলেন্স, দমকল, পুলিশ ও জরুরি পরিষেবায় থাকবে এই বাতি।

শুক্রবার : শিল্পবান্ধব পরিবেশ

সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে জেলা পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত চেষ্টা ব্যর্থ করে চার ধাপ নেমে গেল রাজ্যের স্থান।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পুরসভায় দাপট বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদস্য সংখ্যা ছিল ৭। তার মধ্যে ৩ জনই ঢুকে পড়েছেন তৃণমূলের মৌচাকে। বাকি ৪ বিজেপি পুর প্রতিনিধিই গত বৃহস্পতিবার কাঁপিয়ে দিলেন কলকাতা পুরসভার অধিবেশনের প্রথম দিন। সম্ভবত এই প্রথম এমন ঝাঁঝালো ভূমিকায় দেখা গেল বিজেপিকে। এমনকি বাম কংগ্রেসকেও এদিন ম্লান করে মীনাদেবী পুরোহিতরা।

সিবিআই–এর এফআইআর দায়েরের পর থেকেই পুরসভায় দেখা মেলেনি নারদ কান্ডে অভিযুক্ত মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। আর এক অভিযুক্ত উপ মহানাগরিক ইকবাল আহমেদ তো ডুমুরের ফুল। যদি বা কোনওদিন আসেন থাকেন সর্বসাকুল্যে একঘন্টা। এদিনও তিনি অধিবেশনে গরহাজির। এমনকি অতীন ঘোষের মতো সক্রিয় পুরকর্তাকেও দেখা গেল না এদিন। পুরকর্তাদের অনেকে অনুপস্থিত থাকলেও এদিন ছিল সংবাদ মাধ্যমের ঘনঘটা। জাতীয় টিভি চ্যানেলগুলোও ভিড় জমিয়েছিল এদিন পুর অধিবেশনের ছবি তুলতে ও মহানাগরিকের প্রতিক্রিয়া জানতে। অবশ্য এদিন নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় অধিবেশনে ক্যামেরা ঢোকা নিষিদ্ধ। এমনকি সাংবাদিকদের মোবাইলেও নেমে আসে খাঁড়া।

সংবাদ ক্যামেরার জন্য এদিনের অধিবেশনে শোক প্রস্তাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়েলে নেমে আসেন বিজেপির বিজয় ওঝা, সুব্রত ঘোষ ও তিস্তা বিশ্বাস দাসরা। সঙ্গে বাম পুর প্রতিনিধিরা, দাবি জানাতে থাকেন মহানাগরিক ও উপ মহানাগরিকের পদত্যাগের। তেড়ে যান

সাংবাদিক এড়ালেন মেয়র

তৃণমূল পুরপ্রতিনিধিরা। সিপিএমের মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী লম্বা হুইসেল বাজিয়ে লালকার্ড দেখান মহানাগরিককে। ধুন্ধুমার চলছে তখন। সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছেন পুর অধ্যক্ষা মালা রায়। মহানাগরিক স্পিকটি নট। চুপচাপ বসে রয়েছেন নিজের চেয়ারে। অবশেষে বিরোধীদের কক্ষত্যাগ। অধিবেশন মুলতুবি।

এবার মহানাগরিকের প্রতিক্রিয়া জানার হুড়োহুড়ি। মহানাগরিক দরজা বন্ধ করে জানিয়ে দিলেন তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন না। তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মহানাগরিকের দরজার সামনে। ভিতরে শোনা যাচ্ছে ক্ষুব্ধ মহানাগরিকের গলা। সম্ভবত মেজাজ হারালেন প্রশাসনিক কাজকর্মে। কিন্তু সাংবাদিকরা এদিন ব্রাত্যই থেকে গেলেন। পুর অধ্যক্ষা মালা রায়ও দ্বিধায় রেখে তিনিও এদিন এড়িয়ে গেলেন সাংবাদিকদের। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী নেতা–নেত্রীরাই এদিন প্রাধান্য পেলেন ক্যামেরা–কলমে। এরই মধ্যে হাজির প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র। মহানাগরিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়েও গেলেন। কিন্তু মহানাগরিক এদিন ঘোমটা টেনেছেন। সে ঘোমটা আর সরল না। অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে পাততাড়ি গোটালেন সাংবাদিকরা। সম্ভবত স্বস্তি পেলেন শাসক দলের পুরপ্রতিনিধিরা।

সকলেরই প্রশ্ন এই নিরবতা কেন? তবে কি কোনও উত্তর নেই মেয়রের কাছে? নাকি কথা বলে বিতর্কে জড়াতে চাননি তিনি। কিন্তু নীরবতা যে জন্ম দেয় অনেক প্রশ্নের। সেই নীরব প্রশ্নগুলোই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট লালবাড়ির অলিন্দে। আশা উত্তর নিশ্চয়ই মিলবে একদিন।

নারদ কেলেঙ্কারিতে গত ১৮ মার্চের পর সেই একই বিষয়ে এক মাস বাদে গত ২০ এপ্রিলের গুরুত্বপূর্ণ পুর অধিবেশন একরকম ভুন্ডুল হয়ে যায়। পুর অধ্যক্ষা মালা রায়ের হাতুড়ি ঠোকা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে কংগ্রেস পার্টির পুর দলনেতা ও মুখ্য সচেতক প্রকাশ উপাধ্যায়ের মহানগরের হোর্ডিং–এ বিজ্ঞাপন বাবদ কত টাকা অনাদায়ী রয়েছে? এবং সেইসব বিজ্ঞাপন সংস্থার বিরুদ্ধে পুরসংস্থা কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? এই প্রশ্নের এবং প্রকাশ উপাধ্যায়েরই মহানাগরিকের ঘোষণা করা ১৮০০–২০০০ কোটি টাকা অনাদায়ী সম্পত্তি কর সংক্রান্ত এইসব বকেয়া করদাতাদের বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষ কী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে? এবং বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক চয়ন ভট্টাচার্যের কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ায় কামডহরি সুভাষপল্লি এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের আরএসপি পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জলকষ্ট নিবারণ ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত কবি শঙ্খ ঘোষ মহাশয়কে সংবর্ধনা দেওয়া সংক্রান্ত চারটি প্রস্তাব আগামী ছ'মাসের জন্য বাতিল হয়ে যায়। তবে পুর উন্নয়নমূলক মোট ৩৫টি বিল তৃণমূল কংগ্রেসের গরিষ্ঠতার জোরে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

মমতার নিশানায় সেই বিজেপিই

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম

কুনাল মালিক, কলকাতা : ২১ এপ্রিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনী সভা সম্পন্ন হল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সর্ব সম্মতিক্রমে আগামী ৬ বছরের জন্য দলের সভানেত্রী হিসাবে মনোনীত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন সুব্রত বক্সীকে সম্পাদক হিসাবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য নাম ঘোষণা করেন। এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য–সদস্যাদের নাম ঘোষণা করবেন বলে জানান। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সহ ভিন রাজ্যের তৃণমূলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বাংলা ও হিন্দিতে বক্তৃতা পেশ করেন। তবে আগাগোড়া তিনি বিজেপিকেই মূল প্রতিপক্ষ করে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা ছবি দিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে। রাজ্যের সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিতে জাতপাতের রাজনীতি করছে বিজেপি। তৃণমূলকে আঘাত করতে এলে তৃণমূলও পাল্টা প্রত্যাঘাত করবে। সারাদেশে জরুরি অবস্থার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নারদা প্রসঙ্গে বলেন সুদীপদাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে তৃণমূলের সব নেতাকে জেলে ঢোকানোর ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। কিন্তু একদিন এসব খেলা শেষ হয়ে যাবে। তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বীরের মতো চলুন। বিজেপিকে রুখতে তৃণমূল স্তরে যেতে হবে। ব্লকে ব্লকে বহিরাগতের সম্পর্কে সজাগ থাকার নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএমকে কটাক্ষ করে বলেন, এখন সামনে রাম পিছনে বাম। তবে সকলেই অনুভব করেছেন মমতার মূল নিশানায় ছিল বিজেপিই। এই সভা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তাদের সংগঠনের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিজেপির উত্থানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়েছেন। নারদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন এখানে বিজেপির কোনও হাত নেই যা হচ্ছে আদালতের নির্দেশেই হচ্ছে।

টাকা তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার ৭

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর পুরসভার প্রায় তিনকোটি টাকা তছরুপের ঘটনায় এবার অশোকনগর পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার এবং পুরসভার অফিস সুপারিটেনডেন্টকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজার সহ পাঁচজন গ্রেফতার হওয়ার পর রবিবার তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম রাজীব ভৌমিক (ক্যাশিয়ার) এবং স্বপনকুমার দে (সুপারিনটেনডেন্ট)।

অশোকনগর পুরসভা

ধৃত রাজীব বাবু অশোকনগরে সিপিএমের দাপুটে নেতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি সিপিএমের পার্টি সদস্যও। এই তছরুপের ঘটনায় এ নিয়ে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অশোকনগর পুরসভায় পুরনো তৃণমূল বোর্ডের আমলে ২ কোটি ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার গত ৯ মে অশোকনগর আমায় হাবভাব একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজার অনির্বাণ দাস সহ ৯ জন ব্যাঙ্ক কর্মীর নামে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় তদন্তে নেমে গত ২১ মার্চ ডেপুটি ম্যানেজার অনির্বাণ দাস এবং এসএস এন্টারপ্রাইজের সুব্রত সরকার ও নির্মাণ এন্টারপ্রাইজের সুব্রত দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপর সুদীপ সাহা ওরফে ঝর্ণা নামে এক 'ড্যান্স মাস্টার'কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই ড্যান্স মাস্টারের অ্যাকাউন্টে তছরুপের লক্ষ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার হয়েছিল। গত ২৯ মার্চ অমরেশ গুহ নামে আরও একজন ব্যাঙ্ক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শেষ সংযোজন হল পুরসভার এই দুই আধিকারিক। পুলিশ জানিয়েছে তছরুপের ঘটনার সঙ্গে ধৃত দুই আধিকারিক যে যুক্ত রয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কর্মীর অভাবে সংশাপত্র বিলিতে দেরি

জয়ীতা কুন্ডু : হাওড়া জেলার ১৪টা ব্লক থেকে তপসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যিনি যে ব্লকের বাসিন্দা তিনি সেই ব্লকেই সংশাপত্রের জন্য আবেদন করেন। নিয়মানুযায়ী আবেদন করার একমাসের মধ্যে এই সংশাপত্র পাবার কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা আলাদা। আবেদন করার পর চার থেকে ছয় মাস কেটে গেলেও সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না আবেদনকারীরা। কারণ, কর্মীর অভাব। বর্তমানে প্রতিটি ব্লকে এসসি, এসটি, ওবিসি সংক্রান্ত দপ্তরের হাতে কণ্যাশ্রী, সবুজ সাথী, শিক্ষাশ্রী প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। এইসব কাজ করতে গিয়ে সংশাপত্র দেবার কাজটি অবহেলিত হচ্ছে। প্রতিটি ব্লকে একজন করে ইনস্পেক্টর আছেন। ব্লক পিছু একজন করে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল এই কাজের জন্য। যেখানে একজন ইনস্পেক্টর এবং একজন সহায়কেও পরিস্থিতি সামলানো যাচ্ছিল না সেখানে গত ৩১ মার্চ থেকে সহায়কদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সংশাপত্র প্রদান এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংখ্যালঘু প্রার্থী ৩

পূজালি দখলে তৎপর বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন পূজালি পুরসভার নির্বাচনে ১৬টি ওয়ার্ডেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। এমনকি তিনটি ওয়ার্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুই মহিলা ও একজন পুরুষ প্রার্থী দিয়ে চমক দিয়েছে বিজেপি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিজেপি সভাপতি (পশ্চিম) অভিজিৎ দাস (ববি) দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, এবার পূজালিতে বোর্ড গড়বে বিজেপি। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, পূজালিতে তো কোনওদিন বিজেপি খাতা খুলতে পারেনি? তাহলে বোর্ড গড়ার স্বপ্ন কি ভাবে দেখছেন? সে প্রশ্নে অভিজিৎবাবু বলেন, দেখুন অসমে কি আগে বিজেপি ছিল? এখন মোদির যুগ। সর্বত্র বিজেপির হাওয়া। তৃণমূলও স্বীকার করছে বিজেপিই এখন রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল। তাছাড়া পূজালির মানুষ তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে বিব্রত। ওদের নেতারা কেউ কাউকে বিশ্বাস–শ্রদ্ধা করেনা। সিপিএম–কংগ্রেসকে মানুষ এখন প্রত্যাখান করেছে। তাই পূজালীতে বিজেপি এবার বোর্ড গড়ে ইতিহাস তৈরি করবে। অভিজিৎবাবু ১ থেকে ১৬টি ওয়ার্ডের যে প্রার্থী তালিকা দিলেন— ১) অতনু দত্ত ২) কণিকা পাল ৩) চিন্ময় বাড়ুই ৪) ধীমান মন্ডল ৫) রণজিৎ পাত্র ৬) সামিমা বিবি ৭) নিশিথ কুমার দাস ৮) মানস দাস ৯) রুম্পা ঘোড়ুই ১০) ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১) অনুপ কুমার দাস ১২) মদন মন্ডল ১৩) প্রভাবতী আদক ১৪) জয়ন্ত চক্রবর্তী ১৫) শেখ সাবির আলি ১৬) তসলিমা বিবি।

ভাঙনের কবলে ডায়মন্ডহারবার

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ডহারবার : ধস ও নদী ভাঙনের গ্রাসে আতঙ্কিত ডায়মন্ডহারবার পুরবাসীরা। ধসের পাশাপাশি কয়েকটি ওয়ার্ডে আবার কোটালের জল ঢুকে জলবন্দি হয়ে পড়েছেন বাসিন্দারা। সব মিলিয়ে এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছেন পুরসভার বাসিন্দারা। পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছেন। ১৬ ওয়ার্ডের এই পুরসভা। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে হুগলি নদী ও মগরাহাট খাল। শহরের

অবস্থান নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরাও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেক আগেই। বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড অনেক আগে থেকেই কমবেশি ভাঙনের কবলে পড়েছে। কিন্তু গত সোমবার কাকভোরে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবালয়ের কাছে গার্ডওয়াল ভেঙে পড়ায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। মগরাহাট খালের পাড় বরাবর প্রায় ১ হাজার ফুট গার্ডওয়াল পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। পরদিন পাশের রাস্তাও ধস নিয়ে নেমে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে গেলে কোনও পাহাড়ি রাস্তার ধস বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু এটাই ঘটেছে শিবালয় এলাকায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

সবুজ মরুর ফাঁসে মৃত মৌসুমীর শ্মশানযাত্রা চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এল নিনো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্রিন হাউস গ্যাস। আবহাওয়া বিষয়ক এইসব ভারি ভারি শব্দ আসলে কি তা বোঝে না ভারতের কৃষিজীবী মানুষ। তারা একটা কথাই বুঝেছে মৌসুমী এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। সে আর নিয়ম করে বৃষ্টি দেয় না। আর এর কারণ জানাতে তাবড় তাবড় উচ্চশিক্ষিত মোটা মাস মাহিনার আবহাওয়াবিদরা ব্যর্থ।

পরিস্থিতিটা কিন্তু এতটা ঘোরালো ছিল না। ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন থর মরুতে সেচ চালু হওয়ার সময় থেকেই বেশ কিছু আবহাওয়াবিদ ও ভৌগোলিকরা সতর্ক করেছিলেন এই ব্যাপারে। আলিপুর বার্তায় ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছিল থর মরুতে সেচ করলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে মৌসুমী বায়ু। মৌসুমী নির্ভর ভারতবর্ষের চাষবাস লাটে উঠবে। কিন্তু কেউই ড. কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই তত্ত্বকে আমল দেন নি। পাত্তা দিতে চাননি তাঁর গবেষণালব্ধ মতামতকে। আজ কিন্তু তাঁর ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করেছে।

কি বলেছিলেন তিনি? সোজা সরল কথায় বললে তাঁর বক্তব্য ছিল, থর মরুভূমিতে অত্যধিক তাপমাত্রায় নিম্নচাপ তৈরি হয় বলেই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ধেয়ে আসে সেই চাপ পূরণ করতে। আসার পথে ভারতবর্ষ জুড়ে বৃষ্টির বারিধারায় পূর্ণ করে মৌসুমী। সেই বারিধারায় সিক্ত হয়ে ফসল ফলে মাঠে। আমরা খেয়ে পরে বেঁচে থাকি। অথচ থর মরুভূমির বিস্তার আটকাতে তাকে সবুজ করতে গিয়ে তার বুক চিরে খালকাটার ফলে নষ্ট হয়েছে নিম্নচাপের সৃষ্টি। ছুটে যাওয়ার টান

আলিপুর বার্তার প্রবন্ধ ভান্ডার

সময়কাল	প্রবন্ধের শিরোনাম
১৮ জুন, ১৯৮৩	মৌসুমীর গতিপথ মোড় নিচ্ছে, চাষবাস লাটে উঠবে
২৫ জুন, ১৯৮৩	মৌসুমীর কি অপমৃত্যু ঘটবে?
৯ জুলাই, ১৯৮৩	এ খরা কেন?
১৬ জুলাই, ১৯৮৩	খরা চলছে : বাঁচার পথ কি?
৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩	সাইবেরিয়ায় সেচ : আরাল সাগর শুকিয়ে যাচ্ছে
১৬ আগস্ট, ১৯৮৬	জলে গাছ না গাছে জল
২৩ আগস্ট, ১৯৮৬	ভারতের মরু ও মৌসুমীর উৎপত্তি
৩০ আগস্ট, ১৯৮৬	মৌসুমীর মরু নির্ভরতা
২৯ নভেম্বর, ১৯৮৬	সময়ে খরা, অসময়ে বর্ষা; হাওয়া অফিস দিশাহারা
৩০ মে, ১৯৮৭	দুর্বিষহ গরম, যখন তখন বৃষ্টি : চাষির দুশ্চিন্তা
৬ জুন, ১৯৮৭	হাওয়া অফিস : পূর্বাভাষ হাস্যকর
১৩ জুন থেকে ১ আগস্ট, ১৯৮৭	মৌসুমী এলোমেলো : লোকচেতনার অভাব (৭টি পর্বে)
৩০ জানুয়ারি থেকে ৫ মার্চ, ১৯৮৮	উপেক্ষিতা শীত না শীতের উপেক্ষা (৬টি পর্বে)

সরকারিভাবে উপেক্ষিত এইসব প্রবন্ধেই লুকিয়ে ছিল সমস্যা সমাধানের বীজ

খুঁজে পাচ্ছে না মৌসুমী বায়ু। ফলে সে দিশাহারা। ভুগছি আমরা। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দে হস্তক্ষেপ করায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হওয়া ছোট ছোট নিম্নচাপ ডেকে আনছে ঝড়, সাইক্লোন। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, শুধুই চলছে ধ্বংসলীলা। সাম্প্রতিক এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে থর মরুভূমির উপর যে ৮৯৬–৮৯৮ মিলিবার বায়ুর চাপ হলে ছুটে আসত মৌসুমী সেই চাপ এখন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় গজিয়ে উঠছে। ফলে মৃতপ্রায় মৌসুমীর শ্মশান যাত্রার সঙ্গী হয়েছি আমরা। এখন কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় আছে বলে মনে হয় না। কারণ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু অপরাধ স্বীকার না করার কোনও ক্ষমা নেই। যেমন থর মরুভূমিতে সেচ প্রকল্পের জন্য ক্ষমা করা যায় না ভারত সরকারকে। কারণ আজও তা তারা স্বীকার করে নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পেরে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছে। ভারতের এমন বোধোদয় আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর নতুন করে না ভাবলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবেই। রিক্ত আকাশে মেঘ খুঁজে বেড়াতে হবে আবহাওয়াবিদদের। কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে মরু নির্ভর ভারতবর্ষে পরিণত হবে। তার ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। নদী শুকোচ্ছে। রাত ভোরে ঠান্ডা আর দিনে হাঁসফাস গরমের আবহাওয়া। চৈত্রেও শীতের উপস্থিতি এবার আরও এক নতুন ইঙ্গিতের সন্ধান দিয়েছে। বলছে সামনে সর্বনাশ।

বাৎসরিক ফলাফলে চোখ লগ্নিকারীদের

আগামী বেশ কয়েক বছরের তুঙ্গি বাজারের ভিত মজবুত করছে নিফটি–সেনসেক্স

পার্থসারথি গুহ

এই বাড়ছে তো পরক্ষণেই শুরু হল পতন। এমন এঁকেবেঁকে বোধহয় চলতে পারে একমাত্র অর্থ বাজারই। বিশ্বজুড়ে তার এই অস্থিরতার ছবি দেখা যায়। তবে এর মাঝেও দীর্ঘদিনের তুঙ্গি বাজারও চোখে পড়েছে বেশ কয়েকবার। এই ব্যাপারে এশিয়ার জাপানই বড় উদাহরণ। শেয়ার বাজারে কখন যে জোয়ার আর কখন ভাঁটা তা বুঝতে গেলে বোধহয় খুব বড় মাপের বৈজ্ঞানিক হতে হবে। বিজ্ঞানলব্ধ চিন্তাধারণার মাধ্যমে অর্থনৈতিক এই 'আপস অ্যান্ড ডাউনস'–এর পরিমাপ করতে হবে। তাও কূল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আসলে এই কম্পাঙ্ক মেপে দেখার জন্য যে যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া উচিত তার সন্ধান বোধহয় বৈজ্ঞানিক জগতেও নেই। শেয়ার বাজার বলতে এখানে শুধু যে ভারতের কথা বলা হচ্ছে তা নয়। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজারেই এই ধরণের উথালপাতাল রয়েছে। তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ভারতেও বর্তমান। প্রবল এক অর্থনৈতিক ভাঁটার জাতাকলে পড়ে ভারতীয় বাজার গত ২০০৮ সাল থেকে ভয়ঙ্কর নিম্নগামিতার চোরাস্রোতে নিমজ্জিত হয়েছিল। কালের নিয়মে সেই বাজার আবার আসতে আসতে ঘুরে দাঁড়ায়। আপাতত যে ইমারত গড়ে তুলেছে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স তার ভিত মজবুত হয়ে চলেছে প্রতিটি কারেকশনের মাধ্যমে। এই যেমন গত বছর ২০১৬–র কথাই বলা যাক না কেন। গত ফেব্রুয়ারিতেই ভারতের শেয়ার বাজার স্মরণকালের মধ্যে যথেষ্ট নিচে চলে এসেছিল। নিফটি তো ৭ হাজার ভেঙেও ছিল কয়েকদিনের জন্য। যখন মনে হচ্ছে আরও নিম্নতল সম্ভবপর হতে পারে ঠিক তখনই প্রত্যাঘাত শুরু করেন বুল'রা। বস্তুত এই তেজিয়ান ঘোড়ারা আবার বিদেশি এফআইআই। যার বলে নিফটি এখন ৯ হাজারের ওপর দাঁড়িয়ে একটা গিরিশৃঙ্গের অপেক্ষায়। আর যেটাকে আমরা সাদা চোখে অনেকটাই পড়ে যাওয়া দেখছিলাম নিফটি এবং সেনসেক্সে সেই সংশোধন আসলে ব্যাপক একটা বাড়বাড়ন্তের পরবর্তী ছবি। যে চিত্র দেখতে গেলে তাকাতে হবে গত

অর্থনীতি

২০১৪ এর দিকে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেদিন নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লিতে আসীন হল বিজেপি তথা এনডিএ সরকার সেদিনই ভারতীয় অর্থনীতি তার নয়া বাঁকের সন্ধান পেল। বস্তুত এর পরেই লাফিয়ে লাফিয়ে নিফটি ছুঁয়ে ফেলে এক সুবিশাল মগডাল।

৫২০০ অঙ্ক থেকে চলে যায় একেবারে ৯২০০ তে। এই ৪ হাজার পয়েন্ট নিফটির অগ্রগতি একি আর চাট্টিখানি কথা। তার তো কারেকশন হওয়া প্রয়োজন। তবেই গিয়ে বাজার সুস্থতার মুখ দেখবে। ইংরেজিতে একটা কথাই আছে। যাকে শেয়ার বাজারের প্রবাদ বাক্যও বলা চলে। তা হল, 'কারেকশন মেকস মার্কেট হেলদিয়ার'। একে ধ্রুব সত্য মেনে যে চলবেন তাতেও সমস্যা। কারণ কখনও দেখবেন বাজার এতটাই বেড়ে চলেছে যে সেখানে সংশোধনীর কোনও নাম গন্ধ নেই। এতে মানুষ মানে সাধারণ যারা লগ্নিকারী তারা নিশ্চিতভাবে দিশাহারা হয়ে পড়েন। বাজার ক্রমাগত বেড়ে যেতে দেখে তারা দুম করে কিনে বসেন। এতে কি হয় অনেকসময়ই বেশি উচ্চতায় শেয়ার ধরে তারা বসে থাকেন। ফলে বাজার যখন প্রকৃত কারেকশন শুরু করে তখন তারা থৈ খুঁজে পান না। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সংযম এবং ধৈর্যের যুগপৎ প্রয়োগ দরকার। তবেই গিয়ে অর্থবাজারের এই জোয়ার–ভাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন।

ভারতীয় নিফটি সাত হাজার ভাঙার পর নিফটি যখন নিচে এসেছিল তখন অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে ভারতীয় নিফটি না ৬ হাজারের কাছেপিঠে চলে আসে। এই জায়গা থেকেই বাজার ঘুরে দাঁড়ায় বাজার গত বাজেটের অব্যাবহিত পর থেকেই। একেবারে সাত–আটশো পয়েন্ট বাড়া নিফটির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার।। শেয়ার বাজারের টেকনিক্যাল ভাষানুযায়ী এই ঘুরে দাঁড়ানো বা সাময়িক উত্থান 'ডেড ক্যাট বাউন্স' নাকি সত্যি সত্যি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে তা জানতে অপেক্ষা করতেই হবে আগামী পদক্ষেপের জন্য। বিদেশিরা যেভাবে তাদের শর্ট কভার করে হাজার হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা শুরু করেছিল গত বছরের একটা বড় সময় তাতে ধরে নেওয়া হচ্ছিল সামনের দিকে বাজারের গতি উর্দ্ধমুখী থাকবে।

গতবারের পতনে নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়েছিল ব্যাঙ্ক নিফটি। মোটামুটিভাবে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক সকলেই ব্যাপকভাবে পড়েছে এই সময়কালে। সরকারি ব্যাঙ্ক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের তৃতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট চলাকালীন অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়। সেই পিএসইউ ব্যাঙ্ক হঠাৎ করেই তেজিয়ান হয়ে ওঠে বিদেশিদের কেনার হাত ধরে। যার জন্য মোদির নোট–বন্দিকে তারিফ জানাতেই হয়। অপরদিকে বাজারের পতন তথা ব্যাঙ্ক নিফটির কারেকশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতন ঘটেছে বেসরকারি ব্যাঙ্কেরও। সুতরাং ভারতীয় বাজারকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করতে হলে সবার আগে ব্যাঙ্ক নিফটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সদর্পে গর্জন করে পুরো ভারতীয় বাজারের হাল ধরতে হবে। বাজারের এই সন্ধিক্ষণে দেশের বুল রান তথা ষাঁড় দৌড়কে সচল রাখতে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলিকে। এটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় চাহিদা। না হলে মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগবে না। আশার কথা সেই ব্যাঙ্কের হাত ধরেই এবার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে সামিল হয়েছে আরও এক মার খাওয়া কাউন্টার স্টিল বা ধাতু সেক্টর। উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাটা স্টিলের মতো বড় মাপের শেয়ার। তাছাড়া বহুদিন পেটাই খাওয়ার পরে ওষুধ কাউন্টারেও বইছে নব বসন্তের হাওয়া। এর আগে ভারতীয় নিফটি যখন ৮২০০–র ঘর ভেঙে দেয় তবে ৮ হাজারের ঘরেও তা দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছিল না। এখান থেকে সোজা চলে আসতে পারে ৭৮০০–র কাছেপিঠে। কারণ গত কয়েকমাসে দেখা গিয়েছে এই জায়গাটাই নিফটির সবথেকে বড় বেস বা ভিত। সেই সময় কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ তো এমন ধারণাও পোষণ করছিলেন যে বাজার বোধহয় আরও খারাপ দিকে যাবে। এটাই রক্ষা সেটা হয়নি।

দেশের শেয়ার বাজারের পক্ষে যেটা সবথেকে আশাব্যঞ্জক তা হল এই মুহূর্তে জিডিপি'র নিরিখে ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা। ইউরোপ, আমেরিকা, চিন, জাপান সহ অনেক দেশকেই টেক্কা দিতে পারে ভারতের সার্বিক বৃদ্ধির হার। প্রধানমন্ত্রীর নোট নাকচের পর এই বৃদ্ধি কিছুটা কমবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন একশ্রেণির অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ। যদিও তা খুব একটা নামবে না বলেই অভিমত অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের গরিষ্ঠ অংশ। ১–২ ত্রৈমাসিকে খারাপ করলেও এই ভারতীয় বাজার আগামী দিনে বেশ ভালো 'শেপ' নেবে বলে ভবিষ্যৎবাণী শেয়ার মার্কেটের এই বুদ্ধিজীবীদের। সেক্ষেত্রে হয়তো মার্চ কোয়ার্টার শেষ হলে বাজার তার নয়া অভিমুখ খুঁজে পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাৎসরিক ফলাফলের নিরিখে বাজার যে খুব খুশি এখনও পর্যন্ত তা বলা যাচ্ছে না। আবার বাজার যে খুব একটা অখুশি তাও নয়। এখন মূলত গভীর পর্যালোচনা চলছে বাজারের এই রেজাল্ট পর্ব নিয়ে। এমনিতে ভারতীয় শেয়ার বাজারের হাবভাব বুঝিয়ে দিচ্ছে এখন যে বুল রাজত্ব শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। আর আগামী ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন তো বটেই তার পর আরও ৫ বছর বাজারের উর্দ্ধমুখী অবস্থান থাকবে। এর মাঝে অবশ্য বিভিন্ন ঝড়ঝাপটা সামলাতে হবে না তা নয়। তবে মোটের ওপর মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি যে দেশে ২০১৯ এ ফের রমরম করে ফিরে আসছে তা নিশ্চিত। তাই এখন থেকে আরও ৭ বছর ভারতের শেয়ার বাজারের সুবর্ণযুগ চলবে এমনটা ধরে নেওয়াই যায়।

ইন্ডিয়ান টেলিফোনে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ৬৫ জন গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নেবে ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ (আইটিআই)। নিয়োগ করা হবে ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এবং সিভিল শাখায়। প্রাথমিক ভাবে ৩ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে ২ বছরের ট্রেনিং।

শূন্যপদের বিবরণ : ট্রেনি অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার : শাখা অনুসারে শূন্যপদ : ইলেক্ট্রনিক্স/ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন : ২৬টি। ইলেক্ট্রিক্যাল : ৬টি। মেকানিক্যাল : ৪টি। সিভিল : ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৬৫ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৬৩ শতাংশ) নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় স্নাতক। মেকানিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে সেফটি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। সিভিল শাখার ক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। এছাড়া সব ক্ষেত্রেই গেট পরীক্ষার বৈধ স্কোর কার্ড থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১১–৪–১০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

স্টাইপেন্ড : প্রতি মাসে ট্রেনিংয়ের প্রথম বছরে ১৫,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছরে ১৬,০০০ টাকা। সফলভাবে ট্রেনিং শেষে ৩ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে গ্রেড–টু স্কেলে। তখন বেতনক্রম ৮,৬০০–১৪,৬০০ টাকা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ITI/RB/HR/RECTT/ER/02.

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার : শাখা অনুসারে শূন্যপদ : ইলেক্ট্রনিক্স/ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন : ১৮টি। ইলেক্ট্রিক্যাল : ৫টি। মেকানিক্যাল : ২ টি। সিভিল : ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ৬০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৮ শতাংশ) নম্বর–সহ ৩ বছরের মেয়াদের ডিপ্লোমা।

বয়স : ১১–৪–২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : প্রতিমাসে প্রথম বছরে ৮,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে ৮,৫০০ টাকা এবং তৃতীয় বছরে ৯,০০০ টাকা।

সব ক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। বয়সে তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ITI/RB/HR/RECTT/DIP.ER/03.

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.itiltdindia.com অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে।

ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে ফি বাবদ দিতে হবে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ৩০০ টাকার অ্যাকাউন্ড পেয়ি ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'ITI Limited, Door Bhash Nagar, Rae Bareli'–এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম এবং ঠিকানা লিখে দেবেন। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না।

আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ৩ মে–র মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : DY. GENERAL MANAGER–HR, ITI LIMITED, SULTANPUR ROAD, RAEBARELI (UP)–220 010.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন

- ডিমান্ড ড্রাফটের নথি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে সার্ভিস সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কর্মরতদের ক্ষেত্রে স্যালারি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

কাজের খবর

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ এপ্রিল – ২৮ এপ্রিল, ২০১৭

মেষ: বাধার মধ্যেও সাফল্যের আশা দেখতে পাবেন। আর্থিক মোটামুটি শুভ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। স্নেহ–প্রীতির যোগ থাকলেও ততটা শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃষ: আয় ভালই হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন এবং খরচের যোগও রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

মিথুন: কর্মে উন্নতি অথবা নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। অন্যের সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।

কর্কট: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহে শান্তি থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও খরচ প্রচুর বাড়বে।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা–ভাবনা করবেন। কথাবার্তায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিপদে পড়তে পারেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত্ব থাকবে।

কন্যা: নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের পদোন্নতির শুভ যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মাথা গরম করবেন না। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: মানসিক শান্তি এখনই আসবে না। উদ্বিগ্নভাব থেকেই যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। লেখাপড়ায় শুভ হবে। কর্মস্থলে বাধার মধ্যেও সুনাম পাবেন।

বৃশ্চিক: শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবনে।

ধনু: ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। আয় মোটামুটি শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাতে আপনি লাভবান হবেন। আপনার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকতা থাকবে।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ লাভযোগ দেখা যায়, যোগাযোগমূলক কাজে ধীরে ধীরে হাত দিতে পারেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়, কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ। সাবধান না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

কুম্ভ: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে বাধা আসবে, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ও বন্ধুত্ব যোগ শুভ ফলের নির্দেশ করে। সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

মীন: লেখাপড়ায় শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে তেমন শুভ ফল আশা করা যায় না। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। রক্ত চাপের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। উন্নতির যোগ।

শব্দবার্তা ২৭

১		২		৩		৪	
	■		■		■		■
	■		■		■	৫	৬
■	৭			■	■	৮	
৯		■	■	১০	১১		■
১২		■	১৩	■		■	১৪
■		■		■		■	
১৫							

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মানবজীবনের অভিষ্ট চারটি লক্ষ্য ৫। নতুন ৭। চোখ, কটাক্ষ ৮। শ্রদ্ধেয় ৯। পৈতৃক ধন ১০। কলা ১২। উৎসর্গ, দেওয়া ১৫। সম্পূর্ণ গোলাকার।

উপর–নীচ

১। ঘরের চাল বা আচ্ছাদন যে কাঠের উপর ভর দিয়ে থাকে ২। পাচন গ্রন্থি ৩। কেবল কাগজেই প্রচারিত কিন্তু অবাস্তব ৪। সোনার কণ্ঠহার বিশেষ ৬। বুনো ৭। মিহি কাপড় ৯। অগ্রজ ১১। মীমাংসা ১৩। আল্লাহর অনেক নামের একটি ১৪। হিন্দু পুরাণে কথিত তৃতীয় যুগ।

সমাধান : শব্দবার্তা ২৬

পাশাপাশি : ১। বুট ২। প্রমাণ ৪। রোগ ৫। রণদামামা ৭। রাজকবি ১০। টানাটানি ১৩। পায়রাচাঁদা ১৪। মোয়া ১৫। আনন্দ ১৬। মদ।
উপর–নীচ : ১। বুকের পাটা ৩। মাছিমারা ৪। রোচক ৬। দা কাটা ৮। জম্বুরা ৯। বিপদাপদ ১১। নাটুয়া ১২। নিপাতন।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : সোমবার সকালে রহস্যজনকভাবে এক ব্যক্তির মৃত্যুতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ফলতা থানার দিঘিরপাড় এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম অমিয় মন্ডল (৩৩)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রামনগর থানার কাশীপুর গ্রামের বাসিন্দা অমিয় মন্ডল জেসিপির গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন। একটি জল প্রকল্পের কাজ চলছিল ফলতায়। এই কাজের ঠিকাদার তপন সেট ফলতা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে পাশের কোয়ার্টার থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ অমিয়র শরীরের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

গঙ্গাসাগরে শান্তি যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : বাংলা নববর্ষের বিকালে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গঙ্গাসাগরে ১০৮ জন হিন্দু পুরোহিত যজ্ঞ করেন। সঙ্গে ১০৮ জন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নমাজ পড়েন। পাশাপাশি সর্ব ধর্মের মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হরিপদ মন্ডল বলেন সারা ভারতবর্ষে এক নতুন পথ দেখাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই উদ্যোগে।

দুবছর বন্ধ মিড ডে মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবছর ধরে বন্ধ ছোটো পড়ুয়াদের মিড ডে মিল। যার জেরে তালাবন্দি হতে হলো প্রধান শিক্ষককে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ব্লকের বিরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের রান্না করে আসছিল নেতাজি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। পুরুষ রাঁধুনি নিয়োগ করা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। রান্নার নতুন দায়িত্ব পায় বলরাম স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এর পর কে মিড ডে মিল রান্না করবে তা নিয়ে কাজিয়া চরমে ওঠায় ২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল থেকে বন্ধ হয়ে যায় মিড ডে মিল। ফলে বিপাকে পড়ে পড়ুয়ারা।

পুনরায় বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করার দাবিতে ১২ এপ্রিল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। প্রধান শিক্ষক অনুজ কুমার সাহা কে বিদ্যালয়ের অফিসে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেন তাঁরা। বিদ্যালয়ে আসেন বীরভূম জেলার বিজেপি জেলা সম্পাদক অতনু চট্টোপাধ্যায়, ময়ূরেশ্বরের বিজেপি নেতা সুগত মন্ডল, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তারাও প্রতিবাদে সামিল হন। আসে পুলিশ। ময়ূরেশ্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও দেবজ্যোতি বড়াল এসে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করেন। ১৩ এপ্রিল থেকে বিরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনরায় শুরু হয় মিড ডে মিল ।

ক্যানিং–১ ব্লকে কংগ্রেস ও সিপিএমের ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের তালাদি রাধিকা সুপার মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির এক পথসভার আয়োজন হয়। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি–র মহিলা মোর্চার সহ সভাপতি সংঘমিত্রা চৌধুরী, জেলা পূর্ব সভাপতি বিজেপির ত্রিদিব মন্ডল, জেলা পূর্ব সাধারণ সম্পাদক বাপী রায় (মৃগাঙ্ক), শিবানন্দ মৃধা প্রমুখ। এ দিনের পথসভায় প্রকাশ্যে কংগ্রেসের ক্যানিং–১ ব্লক সহ সভাপতি পবিত্র সাঁফুই–এর নেতৃত্বে ৫০ জন কংগ্রেস কর্মী সমর্থক এবং সিপিএমের জোনাল কমিটির সদস্য কালিপদ নস্করের নেতৃত্বে ৩০ জন সিপিএমের কর্মী সমর্থক বিজেপি–তে যোগদান করেন। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ক্যানিং–১ ব্লকে কংগ্রেস ও সিপিএমের বড় ধরনের ভাঙন লাগল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগদানকারীদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। বিজেপি–র জেলা সভাপতি (পূর্ব) ত্রিদিব মন্ডল বলেন কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে যারা বিজেপিতে যোগদান করলেন তাদের দলের সংগঠনের হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলা পরিষদ বিজেপি দখল করবে মানুষের আশীর্বাদে। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা

পরিষদে দুর্নীতির আখড়া গড়ে উঠছে। উন্নয়ন জেলার মানুষের কাছে ঠিক মতন পৌঁছোচ্ছে না বর্তমান সরকারের ব্যর্থতায়। বিজেপি কর্মীরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তুলে ধরবে নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রকল্প গুলি। বিজেপি–র জেলা পূর্ব সাধারণ সম্পাদক বাপী রায় (মৃগাঙ্ক) বলেন সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার ক্যানিং। আর এই ক্যানিং মহকুমায় বর্তমানে প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। আমরা দাবি করেছি অবিলম্বে সুন্দরবন জেলা চালু করে তার সদর করতে হবে ক্যানিংকে। এমনকি ২০০৬ সালে সরকার ঘোষিত ক্যানিং পুরসভা চালু করতে হবে। না হলে বিজেপি এই সমস্ত ইস্যুতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। তিনি আরও বলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন ঢাকঢোল পিটিয়ে উন্নয়নের গল্প শোনাচ্ছেন তখন তারই রাজ্যে ৪০ লক্ষ মানুষের বসবাসকারী সুন্দরবন এখনও পিছিয়ে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সুন্দরবনকে ঢেলে সাজাবে। আগামী দিনে সুন্দরবনবাসী পথ দেখাবে সারা ভারতে। সুন্দরবন প্রাকৃতিক সম্পদে মোড়া। আর এই সম্পদকে বিজ্ঞান–প্রযুক্তি দ্বারা কাজে লাগালে সুন্দরবন হয়ে উঠবে সোনায় সোহাগা। পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের মানুষগুলিকে আর বাইরের রাজ্যে যেতে হবে না কাজের জন্য। এখানেই তাদের কর্মসংস্থান হবে। এদিনের পথসভায় সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চা সহ সভাপতি সংঘমিত্রা চৌধুরী বলেন রাজ্যে নারী নির্যাতন, নারী পাচার যে ভাবে এই রাজ্যে শিরোনামে উঠে আসছে তাতে মহিলারা নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কিত। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলায় সব কটি আসনে বিজেপি প্রার্থী দেবে এবং ভাল ফল করবে।

তীব্র যানজটে নাকাল বারাসতবাসী

পার্থ ঘোষ, বারাসত : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সদর শহর বারাসত। নিত্য বারাসত শহরে আনাগোনা করে লক্ষাধিক মানুষ। কিন্তু তীব্র যানজটে নাকাল হতে হয় তাদের। বারাসত শহরের উপর দিয়ে ৩৪ নং ও ৩৫ নম্বর দুটি জাতীয় সড়ক যথাক্রমে চলে গিয়েছে বহরমপুর কৃষ্ণনগর হয়ে শিলিগুড়ি ও আর একটি যশোহর রোড হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত। কিন্তু এহেন রাস্তার সম্প্রসারণ তো দূরে থাক, অটো, বেআইনি টোটো, ভ্যানো, ভ্যানরিক্সার কারণে জেরবার বারাসতবাসী। স্কুল কলেজ, অফিস টাইমে অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বারাসতের ৯ কিমি রাস্তা পার হতে সময় লেগে যায় প্রায় দেড় ঘন্টা। যদিও মধ্যমগ্রামে নবনির্মিত রাস্তা তৈরি হওয়ায় সমস্যা খানিকটা কমলেও বারাসত শহরের চেহারা বিন্দুমাত্র পাল্টায়নি। মাস দুয়েক আগে পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তত্ত্বধানে আইনিভাবে টোটো প্রদানের কাজ হলেও আইনি ও বেআইনি টোটো চলছে সর্বত্র। এলাকাবাসীর দাবি যশোর রোড, ব্যারাকপুর রোড ও কৃষ্ণনগর রোডে টোটো, অটো, ভ্যান এমনকি মোটর চালিত ভ্যান উঠে আসায় যানজট তীব্রতর হচ্ছে।

বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, আইনি জটিলতা কাটিয়ে

আমরা মুক্ত বারাসত দেওয়ার চেষ্টা করছি এলাকাবাসীকে। মুখ্যমন্ত্রী সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ পরিকল্পনা অনেকটাই থমকে যাচ্ছে বারাসত শহরে। সীমান্তবর্তী জেলা হলেও প্রশাসনের নজরদারি কিন্তু বেশ ঢিলেঢালা হয়ে আছে বারাসত শহরে। এব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন বারাসত শহরে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সিসিটিভি বসানোর কাজ চলছে। এবং নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। জেলা সদর শহর কবে মুক্ত, নাজেহালবিহীন, যানজটহীন বারাসতে পরিণত হবে তারই দিন গুনছে বারাসতবাসী।

রিক্সা ও ভ্যান সংগঠনের সভা

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : সম্প্রতি সোনারপুরের বৈকণ্ঠপুরে শুভদীপ ভবনে রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক সংগঠনের এক বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে হিসাব নিকেশের পর্যালোচনা ছাড়াও সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে মজবুত করতে বলা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আইএনটিটি ইউসির সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন ভ্যান– রিক্সা সংগঠনের সম্পাদক তাপস চক্রবর্তী ও অন্যান্য কর্মকর্তারা। শক্তিবাবু বলেন, এই গরিব মানুষদের পাশে কেউ দাঁড়ায় না। সাধারণ মানুষ এদেরকে নীচু চোখে দেখে, তাচ্ছিল্য করে। অথচ এদের না হলে বাড়ি পৌঁছোতে পারে না। এই শ্রমিকরা জল, ঝড়, রোদ, বৃষ্টিতে দিনের পর দিন লাগাতার শ্রম দান করে আসছেন। বিনিময়ে দুটো পয়সা রোজগার করার জন্য। এদের উপর নির্যাতন হয়। পুলিশের লাঠি চার্জ হয়। এদের হয়ে কেউ বলবার নেই। পুলিশ জুলুম করে পয়সা তোলে। এই সম্মেলনে ২৫০ জন রিক্সা ও ভ্যান চালক উপস্থিত ছিলেন। তাপসবাবু বলেন, প্রতি মাসে প্রত্যেক রিক্সা ও ভ্যান চালকরা ২০ টাকা করে জমা দেন সংগঠনের তহবিলে। কেউ বিপদে পড়লে তাকে ঋণ দেওয়া হয়। অবসর সময় এককালীন ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হয় সোনারপুরের রিক্সা–ভ্যান সংগঠনের তহবিল থেকে। চালকদের কন্যার বিয়েতে বা শ্রাদ্ধতে সংগঠনের তহবিল থেকে দেওয়া হয় সাহায্য। পুজোর সময় উপহার দেওয়া হয়। তাপসবাবু দাবি করেন অন্য কোন সংগঠন থেকে এই ধরণের সাহায্য পাওয়া যায় না। ২০১১ সালে এই সংগঠনটি শুরু করা হয় ২ লক্ষ টাকা তহবিলে জমা রেখে।

ডাক্তারের দেরি, আউটডোর বন্ধ, বিক্ষোভ রোগীদের

হাবড়া হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাবড়া থানার পাশে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বিক্ষোভে শামিল হলেন রোগী এবং রোগী আত্মীয়রা। আড়াই ঘন্টার বেশি দেরিতে আউটডোর খোলার অভিযোগে বুধবার সকালে বিক্ষোভ শুরু হয়। সকাল ৯টা থেকে আউটডোর খোলার কথা। নাক–কান–গলা, চোখ এবং জেনারেল মিলিয়ে মোট তিনটি আউটডোর রয়েছে। কিন্তু এদিন সাড়ে ১০টা পর্যন্ত তিনটি আউটডোরই বন্ধ ছিল। ডাক্তারবাবুরা আসেননি। তিনটির কোনওটিতেই ডাক্তার নেই। ঘর একেবারে ফাঁকা। গরমে লাইনে দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে রোগীদের নাজেহাল অবস্থা। অথচ নির্দিষ্ট সময়ের পরও দেখা নেই কোনও ডাক্তারের। উত্তর ২৪ পরগনার শহরতলির মধ্যে হাবড়া হাসপাতালের গুরুত্ব অনেক। এই হাসপাতালে চিকিৎসা করতে মানুষ আসেন গোবরডাঙা, মছলন্দপুর থেকেও। স্বাভাবিকভাবেই রোগীর চাপ পড়ে হাসপাতালে। এখানে ডাক্তারদের হাজিরার সময় সকাল ৯টায়। প্রায় আড়াই ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পরও ডাক্তাররা না আসায় সকলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগী এবং তাদের পরিবার। হাবড়ার কুলতলি থেকে শাশুড়িকে নিয়ে এসেছেন সুপ্রিয়া মজুমদার। তিনিও নাক কান গলা বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে সকাল থেকেই। তিনি বলেন 'আড়াই ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তারের দেখা নেই। রোজ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আমরা হই হল্লা করার পর সুপার ফোন করে ডেকে পাঠান ডাক্তারদের।' হাসপাতালের সুপার বলেন, 'আজ তিনি আউটডোরেই চিকিৎসক না থাকার অভিযোগ পেয়েছি। আমিও কয়েক বার সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডাক্তারদের সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। তারা পরে এসেছেন। পরবর্তীকালে দেরি হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

নেত্রীর হুমকি অধ্যক্ষকে অভিযোগ থানায়

বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত থানার সামনে কলেজের মধ্যে হুজ্জুতি পাকানো এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী পারমিতা সেনের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। গোটা ঘটনা নিয়ে স্বভাবতই অস্বস্তিতে সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব। কলেজ সূত্রে খবর এদিন তৃতীয় বর্ষের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা চলছিল। সেই সময় টিএমসিপি–র ওই নেত্রী তাঁর দলবল নিয়ে কলেজে প্রবেশ করেন। এরপরই অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে তিনি হুমকি দিতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে কেন কলেজ রাত পর্যন্ত খোলা থাকছে। তার কৈফিয়ত তলব করেন নেত্রী অধ্যক্ষের কাছে। এমনকি তিনি কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। কলেজ সূত্রে খবর ন্যাকের প্রতিনিধিরা কিছুদিনের মধ্যে পরিদর্শনে আসছেন। তার প্রস্তুতির কারণেই রাত পর্যন্ত কলেজ খোলা থাকছে। অভিযোগ প্রসঙ্গে পারমিতা দেবী বলেন, 'আমডাঙার এক ছাত্র কলেজেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গেই কলেজে আসা, অধ্যক্ষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বৈঠক হয়েছে। কোনও তর্ক হয়নি। তবে রাত পর্যন্ত কলেজ খোলা থাকা নিয়ে বলেছি। এটা না থাকলেই ভালো। মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে। তবে কেন অধ্যক্ষ অভিযোগ করেছেন জানি না। এমন কিছুই হয়নি।' তবে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, কলেজ কতক্ষণ খোলা থাকবে, তা কি একজন বহিরাগত ঠিক করে দেবে? কলেজের ছাত্র সংসদ রয়েছে। সেখানেও তা জানানো যায়।

মহানগরে

জলের অপচয় রুখতে মিটার

কাশীপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বহুমূল্যের পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রোধে আগামী দিনে হয় তো কলকাতা মহানগরীর প্রতিটি বাড়িতে জলের ট্যাঙ্কে লাগানো হবে একটি বিশেষ ভালভ এবং কলে মিটার। ট্যাঙ্কটি ভর্তি হলেই যার দ্বারা জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। কয়েক বছর আগে যাদবপুর এলাকায় পুরসংস্থার তরফে প্রায় ১২০০ বাড়িতে পরীক্ষামূলক ভাবে এমন একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে প্রায় ১৪–১৫ শতাংশ পরিস্রুত জলের অপচয় রোধ করা গিয়েছিল। দীর্ঘ তিন বছর প্রচেষ্টা চালানোর পর উত্তর কলকাতার এক নম্বর বরোর ১–৬ নম্বর ওয়ার্ডের চিড়িয়ামোড়, সিঁথি, পাইকপাড়া, কাশীপুর, টালাপার্ক, উল্টোডাঙা, বেলগাছিয়া ও চিৎপুর এলাকার প্রতিটি বাড়ির জলাধারে এই বিশেষ ভালভটি লাগানো সম্পূর্ণ হয়েছে। এই অঞ্চলে জন পিছু দৈনিক ১৫০ লিটার জল সরবরাহ করা হবে। সেজন্য প্রথমে ওই ছ'টি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ির এবং বাণিজ্যিক সংস্থায় জনসংখ্যার হিসেব নেওয়া হয়েছে। তারপরে পরিস্রুত জলের অপচয় রোধে প্রতিটি বাড়ির কলে একটি করে মিটার লাগানো হবে। যার সাহায্য মাপা যাবে ওই বাড়িতে ঠিক কত পরিমাণ জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার কাশীপুর এলাকার ১–৬ নম্বর ওয়ার্ডে 'ওয়াটার লস ম্যানেজমেন্ট' নামে প্রায় ২১৩ কোটি টাকার এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আপাতত, এই ছ'টি ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলক ভাবে পরিস্রুত জলের অপচয়ের পরিমাণ মাপার চেষ্টা হচ্ছে। প্রকল্পটি সাফল্য পেলে ধাপে ধাপে পুরো কলকাতায় এই প্রকল্পটি কার্যকর হবে। পুর জল সরবরাহ দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য কাশীপুর এলাকায় টালা জলাধার থেকে দৈনিক প্রায় ১৮ মিলিয়ন গ্যালন মিষ্টি জল সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি ভবনে মিটার বসলে সরবরাহ করা জল ঠিক কতটা ব্যবহৃত হচ্ছে আর কতটা অপচয় হচ্ছে, তা সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে আসা যাবে। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর কোটি কোটি পুর রাজস্ব বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত জল সরবরাহ করার জন্য ধার্য করা হয়। পুর জল সরবরাহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, কলকাতা মহানগরের সর্বত্র ১৮–২৪ ঘন্টা পরিশোধিত জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে 'ওয়াটার লস ম্যানেজমেন্ট' নামক এই কর্মসূচি অনেকটাই সহায়তা করবে। মহানগরে জল সরবরাহ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে গত ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষে ৩৪৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। খরচ হয় ২৮৬ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। চলতি ২০১৭–১৮ অর্থবর্ষে ৩৭৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ২১ মার্চের বাজেট অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পুর তথ্যানুযায়ী, কলকাতায় অন্তত ৪৫ কোটি লিটার অর্থাৎ সরবরাহের প্রায় ৩০ শতাংশ রোজ ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে, যা দিয়ে প্রায় ৩৩ লক্ষ লোকের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো যেতো বলে এক কেন্দ্রীয় সংস্থার পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ শহরবাসীর তিন ভাগের দু'ভাগ বাসিন্দার জল কষ্ট মিটে যাবে। যদি অপচয় বন্ধ হয়।

পুরসভাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষকে তাদের দীর্ঘদিনের বকেয়া পুর প্রমোদ কর প্রায় দু'কোটি টাকা মিটিয়ে দিতে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ চিঠি পাঠিয়েছে। অন্ততপক্ষে, গত ২০১৬–র বকেয়া প্রমোদ কর চলতি আইপিএল–র ১৩ এপ্রিলে ইডেন গার্ডেন্সে নির্ধারিত প্রথম ম্যাচের আগে মিটিয়ে দিতে হবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ ওই চিঠিতে জানিয়েছে। বিগত ২০১১ থেকে কেকেআর–এর কাছে পুরসংস্থার বকেয়া প্রমোদ করের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় চার কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। আর কেকেআর–এর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত মেটানো হয়েছে এক কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। কেকেআর–কে দেওয়া পুর চিঠি অনুযায়ী, ইডেন গার্ডেন্সে ২০১১ ও ২০১২–তে আইপিএল–এর ম্যাচ হয় সাতটি করে, ২০১৩ ও ২০১৫–তে হয় আটটি করে, ২০১৪–তে হয় তিনটি ম্যাচ আর গতবার ২০১৬–তে হয় পাঁচটি ম্যাচ। আর এবার ২০১৭–র আইপিএল–এ ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর কমবেশি আটটি ম্যাচ খেলবে। এদিকে কেকেআর–এর পক্ষ থেকে প্রতিবছরই মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা প্রমোদ কর হিসাবে কলকাতা পুরসংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে ২০১৬তে তিনটি ম্যাচের বিনিময় ১৫ লক্ষ টাকা প্রমোদ কর পুরসংস্থাকে দেয়।

লাল দিঘিরপাড়ে বর্ষবরণ 'দেখোরে'

সব্যসাচী সান্যাল : বঙ্গ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য তথ্য সংস্কৃতি দফতর ও কলকাতা পুরসভার যৌথ উদ্যোগে 'দেখরে' নামকরণে লাল দিঘিরপাড়ে হয়ে গেল বর্ষবরণের এক অভিনব প্রয়াস। এই উৎসব আসলে খাদ্যরসিক বাঙালির জন্য এক সান্ধ্যকালীন বিনোদনের ব্যবস্থা। এবার থেকে প্রতি শনি ও রবিবার অফিসপাড়া সকালবেলায় শুনশান থাকলেও সন্ধ্যেবেলায় দিঘির চারিপাশে আলোকজ্জল পরিবেশে থাকবে মন মাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা খাবারের স্টলের ব্যবস্থা।

পয়লা বৈশাখের সন্ধ্যায় খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী অমৃতা, সহজ মা, ঝুমুর গান ও পুরুলিয়ার আদলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে আসা বিভিন্ন দেবদেবীর মুখোশপরা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ছৌ নাচের শিল্পীদের দল দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এর সাথে ফুডের স্টলগুলিতে বাঙালির রসনা মেটানোর বিভিন্ন স্বাদের খাবার যোগ্যসঙ্গত করেছে।

এর মধ্যে দেখা গেল পরিবারের সঙ্গে বেলঘরিয়া থেকে আসা এক মাঝবয়সীকে, যিনি আবার লোকগানের সাথে হাতে তালি দিয়ে বেশ উপভোগ করছেন। কেউ খাবারের প্লেট হাতে দুর থেকে গান শুনছেন, কেউ আবার উপযুক্ত সংখ্যায় চেয়ার না থাকায় লালদিঘির পাশে শান বাধানো রাস্তায় চক্কর কাটছেন। নিউটাউন থেকে আসা সপরিবারের এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর সাথে আলাপ হল। তিনি বললেন অফিসের কাজের চাপে সপ্তাহ অন্তে ছুটিতে নিকো পার্কের একই দৃশ্য দেখতে খানিকটা একঘেয়ে লাগে বলে কিছুটা বৈচিত্র্য ও মনের খোরাক জোগাতে এখানে চলে আসা। নিউটাউন, সল্টলেকের বাসিন্দাদের কাছে বেশি রাতের জন্য কিছু বাস থাকলে অনেকে অফিস পাড়ার আলোকজ্জ্বল পরিবেশের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে আসতে পারতো। এইসব ছোটখাট অসুবিধার কথা মেয়রের কাছে পাড়তেই উনি আগামী দিনে এই অসুবিধাগুলি সমাধানে সচেষ্ট হবেন বলে জানালেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ২২ এপ্রিল – ২৮ এপ্রিল, ২০১৭

ধার্মিক মুখ্যমন্ত্রী

হঠাৎ করেই নিজের ধর্ম প্রমাণে এতো ব্যগ্র কেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা নিয়ে হালফিলে জনমানসে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। হবে নাই বা কেন? জননেত্রী মমতার হাত ধরেই তো বাংলায় দীর্ঘকালের বাম জমানার অবসান ঘটেছে। প্রথম ইনিংসে যে উন্নয়ন যজ্ঞ তিনি তুলে ধরেছেন তার ফলে কর্মতৎপর বলেই তাঁর সুনাম হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই হাজারও হাঁসজারু (বাম–কং) জোট গড়েও মমতার দ্বিতীয় ইনিংস আটকানো যায়নি। আগের থেকে অনেক বেশি সংখ্যক বিধায়ক নিয়ে তিনি ক্ষমতাসীন হয়েছেন ফের। সেই পালাবদলের নেত্রী হঠাৎ করে নিজেকে 'আমি–ই সাচ্চা হিন্দু' বলে বর্ণনা করায় স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীধারি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া মমতা যে হিন্দু তা তো আর ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করতে হবে না। জন্ম সূত্রেই তিনি এই অধিকার অর্জন করেছেন। অথচ তাও আজ তাঁকে খানিকটা সাফাই দেওয়ার কণ্ঠে নিজেকে হিন্দু বলে জানান দিতে হচ্ছে। এটা বড়ই মর্মান্তিক। অবশ্য নিজের মনের মধ্যে কোনও গ্লানি লুকিয়ে থাকলে মানুষ অনেক সময় তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক রকম অজুহাত বা বাহানা তৈরি করে।

জগন্নাথ দেবের দর্শন সেরে বেরিয়ে আসার পর তাহলে কী এই ধরনের অন্য অনুভূতি কাজ করছিল আমাদের কর্মপ্রাণ মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে। বলাবাহুল্য কিছুদিন আগে গো মাংস খাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তিনি। প্রকাশ্যে বলেছিলেন নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা নাকি গোমাংস ভক্ষণ করে থাকেন। হয়তো তিনি সেসময় ভেবে দেখেননি এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। গোরুকে সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজে মাতা হিসেবে পুজো করা হয়, এটা সর্বজন বিদিত। শুধু ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকেও বলা যায় গোরু যেভাবে আমাদের উপকৃত করে তাতে এ সম্মান প্রাপ্য এই অবলা প্রাণীটির। হয়তো গোমাংস সংক্রান্ত মন্তব্যের থেকে যে আত্মগ্লানি গড়ে উঠেছে তা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ধর্ম প্রমাণে উৎসাহিত করেছে। পাশাপাশি তাঁকে জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেওয়ার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা থেকেও নিজেকে মুক্ত করার তাগিদ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। হয়তো তাঁর স্মরণে ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধিকে এই পুরীর মন্দিরেই ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

সচরাচর দেখা যায়, যখন আমরা বৃদ্ধ হই এবং আমাদের জীবন প্রায় শেষহইয়া আসিয়াছে, তখন আমাদের নাম যশ হয়। কিন্তু যদি কেহ কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে, সে কি কিছুই লাভ করে না? হ্যাঁ, সে সর্বাপেক্ষা বেশি লাভ করে। নিঃস্বার্থ কর্মেই অধিক লাভ তবে ইহা অভ্যাস করিবার সহিষ্ণুতা মানুষের নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা বেশি লাভজনক। প্রেম, সত্য নিঃস্বার্থপরতা–এগুলি শুধু নীতি–সম্বন্ধীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা নয়, এগুলি আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ, কারণ এগুলির

মধ্যেই মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ মিনিট কোন স্বার্থাভিসন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিন্তা–স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্তির ভয় অথবা ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কাজ করিতে পারেন, তাঁহার মধ্যে শক্তিমান মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এই ভাব কার্যে পরিণত করা কঠিন, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আমরা উহার মূল্য জানি, জানি উহা কত শুভফলপ্রসূ। এই কঠোর সংযমই শক্তির মহোচ্চ বিকাশ। সমুদয় বহির্মুখ কার্য অপেক্ষা আত্ম–সংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ। চতুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাধা না পাইয়া পাহাড়ের ঢালু পথে গড়াইয়া যাইতেছে, অথবা শকটচালক অশ্বগণকে সংযত করিতেছে–ইহাদের মধ্যে কোনটি অধিকতর শক্তির বিকাশ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়া বা উহাদিগকে সংযত করা? একটি কামানের গোলা বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়ে, অন্য সংঘর্ষে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনে সমুদয় বহির্মুখ শক্তি স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, ঐগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তোমার শক্তি বিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু ঐগুলিকে সংযত করিলে তোমার শক্তি বর্ধিত হইবে। এই সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা–শক্তি উদ্ভূত হইবে, উহা খ্রীস্ট বা বুদ্ধের মতো চরিত্র সৃষ্টি করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই এই রহস্য জানে না, তথাপি তাহারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। নির্বোধ ব্যক্তি জানে না যে, সে যদি কাজ করে এবং কিছুদিন অপেক্ষা করে, তবে সমুদয় জগৎ শাসন করিতে পারে।

ফেসবুক বার্তা

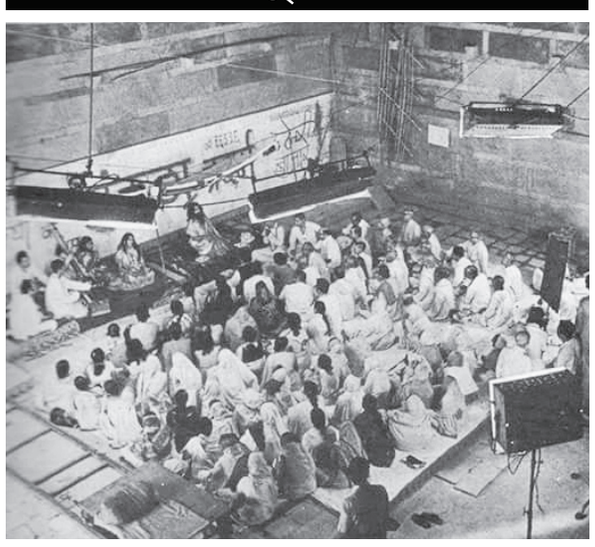

জয়বাবা ফেলুনাথ ছবির বারাণসীর ঘাটে মছলিবাবার আসরের দৃশ্যে শ্যুটিং চলছে কলকাতার স্টুডিওতে।

মোদিজির নজর হোটেলের খাবার প্লেটে, আদানিদের সম্পদে নয় কেন?

নির্মল গোস্বামী

একজন মানুষ যিনি দুটো ইডলি খেতে পারেন তার প্লেটে কেন ছটা ইডলি দেওয়া হবে? একজন দুটো চিংড়ি মাছ খেতে পারেন তার প্লেটে কেন চারটে চিংড়ি দেওয়া হবে? গতবার মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্ন তুলে দেশবাসীর মনে সত্যিই এক নতুন জিজ্ঞাসা ভাসিয়ে দিলেন। বড় বড় হোটেল রেস্তরাঁয় যে পরিমান খাবার নষ্ট হয় তা সত্যিই উচিত? কারণ আমাদের দেশের অনেক লোকই তো পেট ভরে সুষম খাদ্য জোগাড় করতে পারে না। এর অনেক দিন আগে সুমন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গানে ও সুরে প্রশ্ন রেখেছিলেন দেশবাসীর কাছে 'কেউ যদি বেশি খায় খাবার হিসাব নাও কেন না অনেক লোক ভালো করে খায় না''। কিন্তু তিনি তো আর প্রধানমন্ত্রী নন যে তাঁর কথায় প্রশাসন নড়ে চড়ে বসবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত শুনেই দেশের প্রশাসন তৎপর হয়ে একটা সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করেছে। সেটা হল যে দেশে বছরে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন অর্থাৎ ৯২ হাজার ৬৫১ কোটি টাকার খাবার অপচয় হয়। যা দিয়ে গোটা বিহারকে এক বছর খাওয়ানো যায়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে সত্যিই তো আমাদের অনুভবী প্রধানমন্ত্রী ঠিকই ধরেছেন। একদিকে অপচয় অন্যদিকে অনাহার এটা তো অত্যন্ত অমানবিক। 'সব কা সাথ সব কা বিকাশের' প্রবক্তার উপযুক্ত নজর বটে। কই এতো প্রধানমন্ত্রী গেল কারও নজর তো এদিকে পড়ে নি। সাধারণ মানুষ এতেই আপ্লুত। মোদির জন সমর্থন ক্রমশ বাড়বে।

কিন্তু এই প্রশ্নের সারবত্তা কতটা তা যদি জনগণ একটু তলিয়ে ভাবেন তাহলে বুঝতে পারবে যে এর মূল্য আমাদের দেশে কানা কড়িও নয়। উপরন্তু এটা হাস্যপদ প্রশ্ন। কেন? তা ব্যাখ্যার আগে আমি অটল বিহারী জামানার একটা ঘটনার কথা বলি। কারণ জন চিত্ত অত্যন্ত দুর্বল আজকে ঘটনা তারা কালে মনে করতে পারে না, তাই মনে করিয়ে দেওয়া। অটলজি দেশের প্রধানমন্ত্রী ।সেই সময় ওড়িশার কালাহন্ডি পরপর পাঁচবছর খরার কবলে। মানুষ খাদ্যের জন্য হাহাকার করছে। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মরছে। ঘাস–পাতা–বিষাক্ত গুল্ম ইত্যাদি খেয়ে মরছে। অন্যদিকে এফসিআই–এর গম খোলা রেল ইয়ার্ডে পড়ে পড়ে পচছে। যারা পরিমান দশ হাজার টন। সেই সময় সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার কালাহান্ডির জন্য খাদ্য শস্য দিতে প্রস্তুত ।

কিন্তু পরিবহন খরচ কে দেবে রাজ্য সরকার না কেন্দ্রীয় সরকার সেই বিবাদের জন্য খাদ্য কালাহন্ডিতে পাঠানো যাচ্ছে না। দেশের নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের এই রকম হৃদয় বিদারক রসিকতা সত্যই তুলনারহিত। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জিনিস বিরল। তাহলে সরমর্ম হল এই দেশের এক অংশের মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে অথচ দেশের সরকারের হেফাজতে থাকা ১০ হাজার টন গম পচছে। তাহলে কি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে দেশের খাদ্যের অভাবের জন্য মানুষ খেতে পাচ্ছে না? নাকি বন্টনের গাফিলতিতে মানুষ খেতে পাচ্ছে না? কোনটা সত্যি? আসল সত্যটা অনেকদিন আগে যুগদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন জগতে সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য মানুষের অভাব নয়। অভাব সম্পদের সমবন্টন না হওয়ার জন্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন আইটিসি সোনার বাংলা হোটেলে শাহরুখ খান বা অনিল আম্বানির প্লেট থেকে তুলে রাখা দুটো চিংড়ি আমার বাখরাহাটে না খেতে পাওয়া মানুষটার পাতে কে পৌঁছে দেবে?

ইথার তরঙ্গে 'মন কী বাত' ভেসে আসার মতো চিংড়ি যদি না খাওয়াদের পাতে ভেসে এসে পড়ে তাহলে ঠিক আছে। আর তা যদি না হয় তবে খামোকা গরিবদের সঙ্গে বেহিসাবী তঞ্চকতা না করাই ভালো।

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হল যে বাংলায় প্রফুল্ল সেনের আমলে রাজ্যে প্রচন্ড খাদ্য সংকট ছিল। সেই সময় অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু হয়েছিল। কোনও অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি অতিথিকে খাওয়াতে পারবেন না। যদিও কতজন আইন প্রকৃত কতটা মানত তাই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু সিগারেটের প্যাকেটে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের মতো নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা থাকত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি সৎকার বিধি প্রযোজ্য। তখন রাজ্যে সত্যিই খাদ্যের অভাব ছিল। মানুষের হাতে পয়সা ছিল কিন্তু বাজারে জাল ছিল না। তাই কাঁচকলা খেয়ে পুষ্টি পূরণের বিধান দিয়েছিল কংগ্রেসী নেতারা।

কিন্তু বর্তমানে দেশে এই অবস্থা নয় যে মানুষের হাতে পয়সা আছে বাজারে খাদ্য নেই। বরং প্রতিবছর উলটো চিত্রই দেখতে পাই। চাষিরা গম চাষ করে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। কারণ বাজার নেই তাই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। ধান ফলিয়ে খদ্দের নেই কেনার চাষি আত্মহত্যা করছে। তুলো এতো ফলেছে যে বাজার নেই। আখ চাষিরা বছরের পর বছর চিনি মিল মালিকের কাছ থেকে পাওনা পাচ্ছে না। তার মানে চাহিদা নেই। নাসিকের চাষিরা এখনই ২ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আলু এতো ফলেছে যে চাষিরা নামমাত্র দামে কিলো দরে বিক্রি করে দেনা শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। আবার পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকলীন পিঁয়াজের এতো ফলন হয়েছে যে নাসিকের ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। সেদিনে খবরে দেখা গেল কাকদ্বীপের উচ্ছে চাষিরা ১ টাকা কিলো উচ্ছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, খদ্দের নেই।

খাদ্য সংকট তাকেই বলে যখন লোকে মাল কিনতে চেয়ে পাচ্ছে না। এখন তো সরকার দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষকে ২ টাকা কিলো দরে চাল গম দিচ্ছে তবুও যদি মানুষের খাদ্যাভাব থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই দু টাকায় মানুষ উর্পাজন করতে পারছে না। মোদিজির জমানায় অর্থনীতির হাল এই জায়গায় ঠেকেছে সেটা কি মোদিজি স্বীকার করবেন? যদি তাই হয় তবে তাদের হাতে যাতে অর্থ যায় তার ব্যবস্থা আগে করতে হবে।

রেস্টুরেন্টের প্লেটে অতিরিক্ত খাবার নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে, তবে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে কেন প্রশ্ন উঠবে না? আম্বানি, আডবানি, বিড়লা, টাটা গোয়েঙ্কা, ছাবরিয়া, জাবরিয়া, ছাবরিয়াদের অতো সম্পদ কেন? হাজার হাজার কোটি টাকা একটা পরিবারের কি হবে? তাদের অতিরিক্ত অর্থ থেকে যৎ সামান্য নিয়ে তো না খাওয়াদের ব্যাঙ্কে একাউন্ট–এ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন মোদিজি। অনিল আম্বানি পরিবারের ৯ জন লোকের জন্য ৩০০ কক্ষের বিশাল প্রাসাদ, ১২০ জন চাকর বাকর, ৯ জন লোকের জন্য মাসিক বিদ্যুৎ বিল কোটি টাকার ওপর। দেশে এমন হাজারো অপচয়ের নজির আছে— তাদের দিকে প্রধানমন্ত্রী একটু নজর দেবেন কি? এই রকম অর্থ অপচয় নিয়ে আগামী মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী বলবেন কি?

আচ্ছা বে সরকারি লোকেদের কথা না হয় বাদই দিলাম। সরকারি স্তরে যে অপচয় হয় তার হদিস আমাদের দেশের জন নেতারা রাখেন কি?

একজন রাষ্ট্রপতির জন্য ৩৫০ কক্ষ বিশিষ্ট প্রাসাদের কি প্রয়োজন? ৪৫ জন কুকের কেন মাহিনা গুনতে হয় সরকারি তহবিল থেকে। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অব্যবহতির পরও যতদিন বাঁচবেন তাঁর থাকা খাওয়া চিকিৎসার ভার সরকার বহন করে। তা সত্ত্বেও কেন ১০ লাখ টাকা মাহিনা নেবে রাষ্ট্রপতি? কি তার প্রয়োজন? ওই টাকা থেকে না পাওয়া মানুষের দেওয়া যেতে পারে। একজন রাজ্যপালের জন্য ৩০ একরের বাগান সহ প্রাসাদের কি প্রয়োজন?

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী এদের পরিবারের সব খরচ তো সরকারের তবুও লক্ষ লক্ষ টাকা মাইনে দেওয়া হয় কেন? এটাও তো এক ধরনের অপচয়। এই অপচয় নিয়ে মনের কোনে কোনও প্রশ্নই জমা হয় না প্রধানমন্ত্রীর। তাই শুধু মাত্র হোটেলের প্লেটেই নজর আটকে গেল। অর্থনীতির নিয়ম বলে সব অপচয় অপচয় নয়। অর্থনীতির স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এমন অনেক অপচয় আমরা করে থাকি। বাঙালির দুর্গাপূজায় হাজার হাজার কোটি টাকার খরচ সবই অপচয়। কোটি কোটি টাকার প্রতিমা জলে ভেসে যায়। আবার হাজার কোটি টাকার পোষাক বিক্রি হয়— পোষাক যে নেই তা নয়, অনেক আছে তবুও কেনা হয়। ওই প্লেটের অতিরিক্ত চিংড়ির মতো বিলাস আর কি। আবার কালীপূজায় লক্ষ কোটি টাকা পুড়ে যায়। এই অপচয় তো অর্থনীতির স্বার্থেই করতে হয়।

অর্থনীতির এইটুকু সত্য মোদি যে জানেন না তা কিন্তু নয়। আমরা জানি যে আমাদের নেতাদের মন আর মুখ কখনই এক নয়। তাই মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য নয় এমন কথাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় হাত তালির লোভে। এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। না তার জন্য লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই কথা না রাখাটাই তো নেতাদের সহজাত গুণ। এতো মহাভারত থুড়ি ভারতমাতা অশুদ্ধ হবে না।

খবরাখবর

জাতীয় সড়কের ধারে চলছে বেআইনি নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতে অনুমতি ছাড়াই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার দখল করে চলছে বেআইনি নির্মান। জবর দখল হয়ে যাচ্ছে জাতীয় সড়কের একাংশ। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে বারাসত পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রোমোটার অরুন নন্দীর বিরুদ্ধে। ১১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই বাড়ি অরুনের। রাস্তার পাশে আছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একটি ট্রান্সফর্মার। সেই ট্রান্সফর্মার ঘিরে জাতীয় সড়ক দখল করে চলছে বেআইনি নির্মাণ। মঙ্গলবার গিয়ে দেখা গেল জাতীয় সড়কের ফুটপাথ দখল হয়ে গিয়েছে। ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ চলাচল করে ওই ট্রান্সফর্মার দিয়ে। সেখানেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা কাজ করছেন।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ১১ নম্বর রেলগেটের উপর দিয়ে একটি উড়ালপুল তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছি। সমীক্ষার কাজও অনেকটা এগিয়েছে। তার মধ্যেই জাতীয় সড়ক দখল করে ওই ঠিকাদার বেআইনি নির্মাণ করছেন। অরুণবাবু বলেন 'ফুলগাছ লাগানোর জন্য ওই অংশটা কংক্রিট দিয়ে ঘিরছি। বিষয়টি বেআইনি জেনেও করছি। কোনও অনুমতি ছাড়াই যে কাজ চলছে

বারাসত

সেকথাও তিনি পর্ষদ এবং পুর্ত দফতরের আধিকারিকরা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। বেআইনি নির্মাণের ছবিও তাঁরা তুলে নিয়ে গিয়েছেন। বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন বিষয়টি আমার কানে এসেছে। আমি পুরসভার দুজন কর্মীকেও পাঠিয়েছিলাম। অরুণ নন্দীকে পুরসভায় এসে দেখা করার নির্দেশও দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আজ আসেননি। বুধবার ফের লোক পাঠাব। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বারাসতের ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার মউপালি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টা আমার নজরে রাখছি। জাতীয় সড়ক দখল হলে সেটা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ দেখবে। বিদ্যুৎ পর্ষদের ট্রান্সফর্মার ঘিরে কোনও কাজ হলে সেটা অবশ্যই দেখা হবে। বেআইনি কিছু করতে দেওয়া হবে না।'

হ্যানিম্যানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সম্মেলন

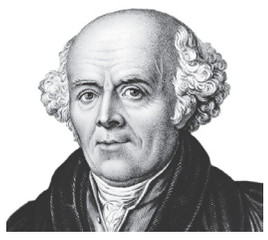

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবসের দু'দিনব্যাপী সম্মেলন সোমবার সফলভাবে শেষ হলো । নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ ইয়েশো নায়েক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সাংসদ তথা আয়ুষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড: মনোজ রাজোরিয়া। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনক জার্মান চিকিৎসক ডা: ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিখ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান–এর ২৬২–তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই কর্মসূচি উদযাপিত হয়। এই কৃতী মানুষটি একাধারে পণ্ডিত, ভাষাবিদ ও বিজ্ঞানী ছিলেন । এই সম্মেলনের মূল ভাবনার বিষয় ছিল হোমিওপ্যাথিতে গবেষণার গুণমান বৃদ্ধি। এর উদ্যোক্তা আয়ুষ মন্ত্রকের স্বয়ংশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হোমিওপ্যাথি গবেষণার কেন্দ্রীয় পরিষদ (সি সি আর এইচ)|

এই উপলক্ষ্যে নিজের ভাষণে আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী এই চিকিসা ব্যবস্থায় এর প্রতিষ্ঠাতা হ্যানিম্যানের অবদান স্মরণ করে বলেন, প্রকৃতির অব্যর্থ নিরাময় বিধিকে কাজে লাগিয়ে তিনি এই বিশেষ চিকিসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। শ্রী নায়েক একই সঙ্গে আয়ুষ চিকিসা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জায়গায় তুলে ধরার প্রয়াসের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি সিসিআরএইচ–র বর্তমান কর্মকান্ডেরও প্রশংসা করেন। এই সংস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোয়ান্টাম ফিজিক্স, জৈব কারিগরি, ভাইরোলজি, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম গবেষণায় যুক্ত ব্যক্তিদের সংযুক্ত করে এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিরাময়ের বিকল্প পথের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের চোখ খুলে দিয়েছে।

এই উপলক্ষে সিসিআরএইচ এবারই প্রথম হোমিওপ্যাথি গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার ও পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেছিল। আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী নায়েক কৃতী হোমিওপ্যাথি গবেষকদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ড: রাজোরিয়াও হোমিওপ্যাথি চিকিসার উন্নতিতে গুণমানের শিক্ষা ও গবেষণার ওপর আলোকপাত করেন।

পাঁচটি পর্যায়ে আয়োজিত এই সম্মেলনে গবেষণা, পঠন–পাঠন পরিকাঠামো, ওষুধের বৈধতা ইত্যাদি বিষয়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে আয়ুষ মন্ত্রকের দু'জন যুগ্ম সচিব, আয়োজক সংস্থার বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি–সহ দেশ–বিদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীর এই আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

নেকড়ের সন্ধানে বন দফতরের ক্যামেরা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা গোসাবা থানার পাখিরালয়ের জটিরামপুর গ্রামে নেকড়ের সন্ধানে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বন দফতরের যৌথ অভিযানে পাতা হল ৪টি উন্নতমানের ক্যামেরা। স্থানীয় ও বনদফতরের সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবা ব্লকের পাখিরালয়ের জটিরামপুর গ্রামের বিদ্যানদীর চরে জঙ্গলের ধারে একটি নেকড়ের দেখা মিলেছে। তবে এটি নেকড়ে না অন্য কিছু তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ধোয়াসা বনদফতরের। সুন্দরবনে একদা গন্ডার, বাইসন ছিল তার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ২০০৩ সালে গোসাবা পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর খননের সময় পাওয়া যায় গন্ডার ও বাইসনের মাথা। তা উদ্ধার করে বনদফতরের কর্মীরা। এবারে বনদফতর চেষ্টা চালাচ্ছে নেকড়ের সন্ধান পেতে।

রাজ্যের ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড চিপ ওয়াইল্ড লাইফ বর্ডার পি সি সি এফ প্রদীব ব্যাস বলেন সুন্দরবনের জঙ্গলে নেকড়ে থাকার মতন পরিবেশ নেই। কোনও কারণে অন্য জায়গা থেকে চলে আসে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মুশকিল।

শৌচালয় নির্মাণে মেয়েরা এগিয়ে আসুক : মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলিকে যুগ্ম নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে সেই বিষয়েই একটি সরকারি অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আমার স্বাস্থ্য, আমার হাতে'। উক্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জেলাশাসক অন্তরা আচার্য, পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় সহ জেলা প্রশাসেরন অন্যান্য আধিকারিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ কর্মাধ্যক্ষরাও উপস্থিত ছিলেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন 'যেদিন বিয়ের আগে প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরা খবর নেবেন শ্বশুরবাড়িতে শৌচালয় আছে কি নেই এবং শৌচালয় না থাকলে তারা যদি সেই বাড়িতে বিয়ে না করেন, সেই দিন প্রকৃত অর্থে আমাদের সমাজ ১০০ শতাংশ নির্মল হবে।' তিনি আরও বলেন, 'দুটো পারমানবিক বোমা তৈরি করলাম এবং আকাশে উপগ্রহ পাঠালাম মানেই উন্নত দেশ নয়। কারণ, পরদিন সকালেই দেখা যাবে, দেশের মহু মানুষ গাড়ু নিয়ে খোলা আকাশের নিচে প্রাতঃক্রিয়া করতে গেলেন। দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে এবং নির্দল দেশ নিয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা বোধ তৈরি করতে হবে। তাহলেই দেশ উন্নত হবে।' এদিনের অনুষ্ঠানে গাইঘাটার শসাডাঙ্গা এফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে স্কুল পড়ুয়ারা একটি সুন্দর নাটক আবৃত্তি আলেখ্য পরিবেশন করে। সেই আবৃত্তি আলেখ্যকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মিশন নির্মল বাংলার 'থিম সং' করা হবে বলে মঞ্চে ঘোষণা করেন। এমজিএন আরইজিএ'র কমিশনার দিব্যেন্দু সরকার। খুদে পড়ুয়াদের নাটককে মন্ত্রী ও প্রশংসা করেছেন। তিনি মঞ্চে ঘোষণা করেন, 'আমি নিজে ওই স্কুলে যাব। সেখানে জলের একটি এটিএম মেশিন বসাব।' পানীয় জলের প্রকল্প নিয়ে মন্ত্রী বিগত বামফ্রন্ট সরকারকেও আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মতো রুক্ষ জেলাতেও পানীয় জলের প্রকল্প করেছেন। অথচ এর আগে যারা ৩৫ বছর ক্ষমতায় বসেছিল, তারা তা করেনি। মানুষকে পানীয় জল না দিয়ে তারা বড় ক্রাইম করেছে। আমরা এই জেলা সহ যারা রাজ্যে প্রচুর পানীয় জলের প্রকল্প করছি। আর্সেনিক এলাকাতেও নতুন প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। শুধু শহরের মানুষ নয়, গ্রামে মানুষও যাতে নিশ্চিন্তে পানীয় জল পান আমরা তারই সুব্যবস্থা করছি।

মডেল নিয়ে জাপান যাচ্ছে বীরভূমের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্ডীদাস, কবি জয়দেব, তারাশঙ্কর, দুকড়িবালা দেবী, ফাল্গুনি, শৈলজানন্দ মুখ্যোপ্যাধ্যায়ের পর বীরভূম জেলার নাম পৃথিবীর দরবারে তুলে ধরল মাড়গ্রামের শ্যামল কুমার দাস। মডেল নিয়ে জাপান যাচ্ছে সে। এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া এই ছাত্রের বাড়ি বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার শিবতলাপাড়ায়। আগামী ২৮ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত জাপান সরকারের 'অনুপ্রাণিত পুরস্কার স্কিমে' 'সাকুরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম' বিজ্ঞান প্রর্দশনীতে অংশ নেবে শ্যামল। শ্যামল তৈরি করেছে একটি মডেল যা থেকে বিদ্যুৎ ছাড়াই মিলবে ঠান্ডা গরম জল। একটি সিমেন্টের জলের ট্যাঙ্ক যাতে গরমের সময় জল ঠান্ডা থাকবে। শীতের সময় জল থাকবে গরম। ২০১৩ সালে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করে সর্বভারতীয়স্তরে প্রথম স্থান দখল করেছিল সে। জেলা এবং রাজ্যস্তরে চতুর্থ হয়েছিল তার মডেল। শ্যামলের বাবা গোপীনাথ দাস পেশায় তাঁত শিল্পী। মা গৃহবধূ। মাড়গ্রাম হাইস্কুল শ্যামলের পাসপোর্ট করে দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক সমীরণ মোস্তাফা বিশ্বাস। শ্যামলের সাফল্যের উচ্ছাসে ভাসছে মাড়গ্রাম সহ গোটা বীরভূম জেলা।

দুর্ঘটনায় মৃত কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেল এক কনস্টেবল। ১২ এপ্রিল গভীর রাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার ৬০ নং জাতীয় সড়ক চিনপাই বাইপাসে। মৃতের নাম মহম্মদ জৈনজুদ্দিন। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। সদাইপুর থানার কনস্টেবল ছিলেন জৈনজুদ্দিন।

ফোনে পুজো তারাপীঠে

অভীক মিত্র : তারাপীঠ : ১ বৈশাখ বাংলা নববর্ষে ভক্তের ঢল নামল তারাপীঠ মন্দিরে। দূরদূরান্তের ভক্তদের মধ্যে বাড়ছে ফোনে পুজো দেওয়ার প্রবণতা। তাদের হোয়াটসঅ্যাপে তারা মায়ের ছবি ও ডাকযোগে প্রসাদ পাঠানো হবে বলে জানায় মন্দির কমিটি।

এইদিন ভোর চারটেয় মন্দির খুলে দেওয়া হয়। আগের দিন রাত থেকে ভক্তরা আসতে শুরু করেন। ব্যবসায়ীরা ভিড় জমান হালখাতার পুজো নিয়ে। স্থানীয়দের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুশি আগত ভক্তরা। মন্দির খোলার পর কে প্রথম পুজো দেবে তা নিয়ে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে।

পুরস্কৃত বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় স্বশক্তিকরণ পুরস্কার পাচ্ছে বীরভূম জেলা। বীরভূম জেলা পরিষদের ময়ূরেশ্বর ১ পঞ্চায়েত সমিতি, রাজনগর ও ইলামবাজার পঞ্চায়েত এই পুরস্কার পাবে। আগামী ২৪ এপ্রিল 'পঞ্চায়েতিরাজ দিবসে' লখনৌতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই পুরস্কার তুলে দেবেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে মল্লারপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতি চারবার কেন্দ্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল।

আম্বেদকর জন্ম বার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ও ২ বাসন্তী, গোসাবা ব্লকগুলিতে যথাযথভাবে পালিত হল

ভারতীয় সংবিধানের রূপকার ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী। এদিন ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঠাখালি গ্রামে ডঃ বি আর আম্বেদকর ভবনে পালিত হয় ১২৬তম জন্মবার্ষিকী। এদিনে তার ছবিতে মাল্যদান করেন ক্যানিং–১ বিডিও কিংশুক চন্দ, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি পরেশ রাম দাস, মাতলা–১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। বিডিও কিংশুক চন্দ ভারতীয় সংবিধানের রূপকার ডঃ বি আর আম্বেদকরের ভূমিকা আদর্শ বিস্তারিত কাবে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন সুন্দরবনের তফশিলি ও তফশিলি উপজাতি মানুষকে সচেতন করে তুলতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। এদিন ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব আয়োজন হয়। সহযোগিতা করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক। স্বেচ্ছায় ১০০ জন রক্তদান করেন। এদের মধ্যে ৪০ জন মহিলা রক্তদান করেন। এছাড়া ৩০০ জন তফশিলি ও তফশিলি উপজাতি মানুষগুলির হাতে বক্স তুলে দেওয়া হয় এবং ২ জন প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার তুলে দেওয়া হয়।

বর্ষবরণে সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ঐক্য, গণতন্ত্র ও সম্প্রীতি রক্ষার শপথে গত রবিবার বিকালে বামফ্রন্টের মিছিল হয় হুগলিতে। মিছিল চন্দননগর জ্যোতি সিনেমা হলের কাছ থেকে শুরু হয়ে ভদ্রেশ্বর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একটি পথসভা হয়। সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বজায় রাখতে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বামপন্থী সংগঠনগুলি যৌথ উদ্যোগে এই মিছিল হয়। এই মিছিলের পুরোভাগে নেতৃত্ব দেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। সিপিএমের বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী, সাংসদ মহম্মদ সেলিম হুগলি জেলা সিপিএমের সম্পাদক সুদর্শন রায় চৌধুরী, প্রাক্তন ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী, সারা রাজ্যের ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলার গৌতম সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী ইভা দে। বামফ্রন্টের বর্ণাঢ্য মিছিলে পাঁচ হাজার মহিলা ও পুরুষ সামিল হন আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষ।

ভদ্রেশ্বরে বৈশাখী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর নাথ শিব মন্দিরে পুজো দেন। কথিত আছে আনুমানিক এই মন্দিরটি হাজার বছরের পুরানো। এ ব্যাপারে রাজসিংহ সিনহা জানিয়েছেন মন্দিরের নাম অনুযায়ী জায়গার নামকরণ ভদ্রেশ্বর হয়েছে। সারা বৈশাখ মাস ধরেই এখানে মেলা চলে। পয়লা বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া এবং বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন প্রচুর ভক্তরা হাজির হন। এই মেলা উপলক্ষে কড়া পুলিশি ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়। এই মেলা আগামী একমাস ব্যাপী চলবে।

পূজালিতে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা

দীপক ঘোষ, বজবজ : ১৫ এপ্রিল পূজালি পুর ভোট এবং তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী পদের নাম ঘোষণা হয় বজবজ বিধায়ক এর অফিসে এক ঝাঁক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে প্রেস কনফারেন্স হয়। বিধায়ক অশোক দেব বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ার ম্যান গৌতম দাশগুপ্ত উপস্থিতিতে। গত ১৪ এপ্রিল জেলা ও রাজ্য কমিটির উচ্চতর নেতৃত্বের সর্বসম্মতভাবে এই প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর এই প্রেস কনফারেন্সে নাম ঘোষণা করা হয়। নাম ঘোষণার পর দলীয় কর্মী ও নেতাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। কেউ দল বিরোধী কোনও কাজ করলে উচ্চতর নেতৃত্ব তা বরদাস্ত করবে না। দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনাতে হবে এই নির্দেশ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

তৃণমূলের ওয়ার্ডভিত্তিক প্রার্থীর নাম দেওয়া হল :

নতুন	পুরনো	প্রার্থী
১	১	ধিনা দাস
১	১৫	রিতা পাল
৩	১৩	সন্দিপ মালিক
৪	১২	ফজলুল হক
৫	৯	অনন্ত মন্ডল
৬	১০	মুরসিদা রফিকুল
৭	১১	অলোক দাস
৮	১৪	সুদেশ মাঝি
৯	৩+৪	আলপনা মজুমদার
১০	২	বাসন্তী দাস
১১	৩	তাপস বিশ্বাস
১২	৪	আবু সালেম মোল্লা
১৩	৫	বিভা হাজরা
১৪	৬	আমিরুল ইসলাম
১৫	৭	ফিরোজা বিধি
১৬	৮	মনিকা দোলুই

গৌতমই ভরসা জেলা সিপিএমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে নবীন প্রজন্মকে তোলার প্রস্তাব বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক কোণে, অপরদিকে পরিচিত, প্রাচীন মুখকেই সামনের সারিতে রাখা। এই দুই প্রকার অসম সমঝোতার রাস্তাতেই হাঁটছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএম। সরাসরি সরকার বিরোধী সমাবেশ নয়, ঘুরপথে নাগরিক চাহিদার বর্ম চাপিয়ে রবিবার নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করেছিল বারাসত শহর বামফ্রন্ট। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক গৌতম দেব। সিপিএমের এই কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য তার বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদিকে তুলধোনা করে বলেন, ক্ষমতা থাকলে পূর্বাঞ্চলে বিজেপি বিরোধী শূন্য করে দেখাক।' তিনি আরও বলেন বারাসত শহরের আধুনিকিকরণ করবার জন্য তাদের তৈরি করা পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়ে একপাও এগোতে পারছে না তৃণমূল সরকার। তাই আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন প্রয়োজন। সভার ভিড় বেশ চোখে পড়ার মতো হলেও দলীয় কমরেডদের উজ্জীবিত করার মতো কোনও সুদূরপ্রসারী বার্তা দিতে পারেনি গৌতম। বস্তুত নবীন নেতৃত্বের মধ্যে এই জেলাতেই অবস্থান সোমনাথ ভট্টাচার্য, পলাশ দাস, তন্ময় ভট্টাচার্যের। তবু বিশল্যকরণী হিসাবে অশক্ত শরীর নিয়ে গৌতমকে দৌড় করাচ্ছে আলিমুদ্দিন।

রেশন ডিলারদের রাজভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ এপ্রিল ২০১৭ দুপুর ২টোর সময় রেশন ডিলার্সদের দীর্ঘদিনের অবহেলিত বিভিন্ন ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে একটি দাবি সনদ রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার আগে রাণী রাসমনী অ্যাভেনিউতে প্রায় ১২ হাজার জনসমাগমের সামনে অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন বজবজের বিধায়ক ও ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অশোক দেব, স্বপন দেবনাথ (প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার), বিশ্বম্ভর বসু (সারা ভারত ফেয়ার প্রাই সপ ডিলার্স ফেডারেশনের সহ সম্পাদক), মহঃ রফিকুর রহমান (বিধায়ক) হাসান উল্লা নস্কর (সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি), নিখিলেশ ঘোষ (সাধারণ সম্পাদক রাজ্য কমিটি), মাধব পাঁজা, সেখ ফজলুল আলম, অশোক গুপ্তা (সম্পাদক রাজ্য কেরোসিন ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন) এবং অমল দত্ত (সম্পাদক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এম আর ডিলার্স অ্যাসোশিয়েশন)।

স্মারকলিপির দাবি সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন সঠিকভাবে বলবৎ হয়নি। গরিব বাদ পড়েছে আবার স্বচ্ছল ব্যক্তিদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে এই বৈষম্য বা ভুল অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে।

- ৫৪ টাকার পরিবর্তে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সর্ব নিম্ন রেট ৮৭ টাকা হারে কমিশন দিতে হবে।
- ক্যাশলেস রেশন ব্যবস্থা অবাস্তব প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হবে।
- রেশন ডিলার্সদের আয় সুনিশ্চিত করতে গুজরাটের মতো এ রাজ্যেও সমস্ত রেশন দোকানে এটিএম পরিষেবা চালু করতে হবে।
- সাধারণ মানুষকে হয়রানি থেকে বাঁচাতে মহারাষ্ট্র সরকারে ন্যায় রেশন দোকান থেকে জমির খাজনা/ট্যাক্স বিল আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সমস্ত রেশন দ্রব্যাদির উপর একই হারে কমিশন নির্ধারণ করতে হবে।
- সামান্য ভুলত্রুটির কারণে ডিলারদের প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করতে হবে।
- মিড ডে–মিলের ন্যায় প্রতি কুইঃ এক কেজি হ্যান্ডেলিংলস সমস্ত রেশন দ্রব্যের উপর বরাদ্দ করতে হবে। সংগঠনের চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক দেব বলেন যে রাজ্য সরকার ডিলার্সদের প্রতি সহানুভূতিশীল তবে সীমিত আর্থিক ক্ষমতা, এই সীমাবদ্ধতাকে সকলে মানতে হবে।

হনুমান জয়ন্তীর মিছিল ঘিরে রনক্ষেত্র সিউড়ি, গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হনুমান জয়ন্তীর মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে তিনজন। তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। আলোড়ন পড়ে দেশজুড়ে।

১১ এপ্রিল সিউড়ির বড়োবাগান থেকে হনুমান জয়ন্তীর সুন্দর শোভাযাত্রা বের করে কয়েক হাজার রামভক্ত । হনুমান জয়ন্তীর মিছিল করার জন্য প্রথমে প্রশাসন তাদের অনুমতি দিয়েছিলো । কিন্তু পরে তা বাতিল করা হয়। মিছিলে উপস্থিত থাকার কথাছিল বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। কিন্তু মিছিলের আগের দিন বীরভূম জেলার এসপি সহ শীর্ষস্তরের পুলিশ অফিসাররা দিলীপ ঘোষ কে বারবার ফোন করে সিউড়ি হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে যোগ না দেবার জন্য বলেন। শোভাযাত্রা সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড পৌছাতেই পুলিশ মারমুখী হয়ে উঠে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের বেধড়ক মারার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। ক্রমেই রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড চত্বর। নামানো হয় র‍্যাফ। বন্ধ হয়ে যায় বাস চলাচল। পুলিশ গ্রেফতার করে তিনজনকে। ১২ এপ্রিল রাজদীপ গড়াই, রানা সিং, প্রশান্ত কাহারকে সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ২৬ এপ্রিল ধৃতদের ফের আদালতে তোলা হবে।

অভিযোগে প্রকাশ, ১১ এপ্রিল বিকালে সিউড়ি বিজেপি পার্টি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য নেতা সায়ন্তন বসু। বিজেপি কর্মীরা লক্ষ্য করে দুই অপরিচিত যুবক ক্যামেরা হাতে সাংবাদিক সম্মেলনের ভিডিও করছিল। তারা ওই দুই যুবককে প্রশ্ন করলে তারা নিজেদের 'সাংবাদিক' বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তারা কোনও পরিচয়পত্র দেখাতে পারে নি। তখন দুই যুবককে বিজেপি পার্টি অফিসে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ওই দুই যুবক আসলে সিভিক ভলান্টিয়ার। সিউড়ি থানার পুলিশ তাদের পাঠিয়েছিল বলে তারা জানায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে উদ্ধার করে। পুলিশ ভুল স্বীকার করে। অন্যদিকে, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে হনুমান জয়ন্তীর সুন্দর শোভাযাত্রা করে রামপুরহাটের নারায়ণপুর গ্রাম। ১১ এপ্রিল সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে আগামী ২৪ এপ্রিল বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গী সিউড়ি আসছেন বলে বিজেপি সূত্রের খবর। সকাল ১০টায় হবে সিউড়িতে মহামিছিল। মিছিলের অনুমতি নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থাকছেই।

গাংটেয় আক্রান্ত গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার গাংটে গ্রামে আক্রান্ত হলো সাধারণ গ্রামবাসীরা। পোড়ানো হলো তাদের দোকান। এক বৃদ্ধা সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। থমথমে গোটা গ্রাম।

স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ১১ এপ্রিল সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় যেতে গ্রামবাসীদের নিষেধ করেছিল কোমা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাঞ্চন বৈদ্য। কিন্তু তারা সব বাধা উপেক্ষা করে অংশ নেয় শোভাযাত্রায়। এতেই গোঁসা হয় উপপ্রধানের। ওই দিন রাতে গাংটে, মালডিহি গ্রামে তান্ডব চালায় দুস্কৃতীরা। চলে ব্যাপক বোমাবাজি। আক্রান্ত হয় মালডিহি গ্রামের সোমনাথ পাল, কৃষ্ণ বাগদী, গাঙটে গ্রামের গোবিন্দ, তাপস বাগদীরা। দুস্কৃতীরা কৃষ্ণা বাগদীকে না পেয়ে তার বৃদ্ধা মা সাধনা বাগদীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। সাধনা সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলায় পরদিন ১২ এপ্রিল রাতে গোবিন্দ বাগদীর তেলেভাজার দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুরো ঘটনায় অভিযোগের তীর কাঞ্চন বৈদ্যের দিকে। অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাঞ্চন। মালডিহি ও গাংটে গ্রামে গ্রামবাসীদের আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে বিজেপির বীরভূম জেলা সম্পাদক অতনু চ্যাটার্জী বলেন, তৃণমূলের পায়ের নীচে মাটি সরে গেছে তাই এইসব করছে।

ভুল সংশোধন

গত ২৬ সংখ্যায় ছয়ের পাতায় বাওয়ালীর মন্ডল জমিদারদের গোষ্ঠ উৎসব শীর্ষক লেখাটিতে ভুলবসত লেখকের নাম ছানা হয়েছে রঞ্জন মন্ডল মুখোপাধ্যায়। লেখকের নাম হবে রঞ্জনা মন্ডল মুখোপাধ্যায়। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

ভাঙনের কবলে

প্রথম পাতার পর

একটি পিচ ঢালাই রাস্তা মাঝ বরাবর পুরোপরি ধস নিয়ে নেমে গিয়েছে। এলাকাটি খুব ঘনবসতি। ধস নামার পর রাস্তার পাশের দুটি পরিবার বাড়ি বন্ধ করে চলে গিয়েছেন। রাস্তাটি ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এই রাস্তা দিয়ে ফকিরচাঁদ কলেজ, বিএড কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, গার্লস হোস্টেল পড়ুয়ারা যাতায়াত করতেন। সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার নিচ থেকে জলের পাইপ লাইন ছিল। জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই খালের ওপর লালপোল নামে একটি পাকা সেতু আছে। সেই সেতুরও ভগ্নদশা। যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। ধস নামার পর সেচ দফতরের একটি প্রতিনিধি দল এলাকায় এসে ভাঙন ঠেকাতে পাইলিংয়ের কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু সেই কাজে খুশি নন এলাকার বাসিন্দারা। ১৫ নম্বর ওয়াডের মত ১৩, ১৬, ১২, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকাতেও ভাঙন হয়েছে বা ধস নেমেছে। সম্প্রতি হুগলি নদীর পাশেই গড়ে ওঠা একটি স্টার হোটেলের একটি অংশ ধসে পড়েছে। ক্ষতি হয়েছে হোটেলের একটা অংশ। পক্ষকাল আগে জোয়ারের জল ঢুকে পড়ে জলবন্দি হয়ে পড়েছিল ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালীনগর শ্মশান সংলগ্ন এলাকার শতাধিক পরিবার। সেখানকার বাসিন্দারাও আতঙ্কে আছেন। তবে শিবালয় এলাকায় যে গার্ডওয়াল ভেঙে গিয়েছে, সেই কাজ নিয়ে পুরবাসীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন। সরব হয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। পুরবাসীর মত আতঙ্কিত খোদ চেয়ারপার্সন মীরা হালদার। পুরসভার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ধস নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। মীরা হালদার বলেন 'সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকারের কাছেও আবেদন করেছি। এলাকার বাসিন্দাদের আতঙ্ক আমাদেরও ভাবাচ্ছে। ধসের ফলে অনেক পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেচ দফতরের পক্ষ থেকে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। শহরকে রক্ষা করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছি।'

টাকা তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার ৭

প্রথম পাতার পর

তাদের অ্যাকাউন্টে তছরুপের টাকার ভাগ জমা পড়েছিল। সেই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তারপরই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। এদিকে তছরুপ হওয়া ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০ টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা হল বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা এবং একটি ৪০ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়েছিল এবং নির্মাণ এন্টারপ্রাইজকে দেওয়া হয়েছিল দুটি ৫০ লক্ষ টাকার চেক। এই চারটি চেকেই তৎকালীন চেয়ারম্যান তথা পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান সমীর দত্তের স্বাক্ষর ছিল। যদিও সমীরবাবু দাবি করেছেন তার সই স্ক্যান করে জাল করা হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার নেপথ্যে সমীরবাবুকেই মূল নায়ক মনে করে সিপিএম। সিপিএমের সদস্যসহ দুজন গ্রেফতার হওয়ার পর অশোকনগর পুরসভার বিরোধী দলনেতা সিপিএমের চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস বলেন 'প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দত্ত তছরুপের মূল নায়ক। তাকে এখনও গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? আমাদের সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন। কিন্তু আমরা এ নিয়ে এখনই মন্তব্য করব না। আমরা চাই প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করা হোক। সে যে দলেরই হোক। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে সমীরবাবুকে শাসকদল আরাম করার চেষ্টা করছে। যে দুটি সংস্থা পুরসভায় কোনও দিন কাজই করল না তাদের এত টাকা দেওয়া হল কী পথে? তাছাড়া সরকারি ব্যাঙ্ক থাকতে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে কেন এত কোটি টাকা রাখা হয়েছিল? তিনি বলেন, 'আমরা প্রথমদিন থেকে এই তছরুপের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। প্রকৃত দোষীরা গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে যাব।'

দেশলোক

মাদকের নাম ফেনসিডিল: মাথাব্যথা দুপারের

পরেশ দাশ

সীমান্তের ৪০ টি পয়েন্ট থেকে প্রতিদিন আসছে ১০ লাখ বোতল ফেনসিডিল ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য। সংঘবদ্ধ চোরাচালানী চক্র বেপরোয়াভাবেই ফেনসিডিল আনছে। পরে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ছে ঢাকা , কলকাতা সহ সারা দেশে। মাদক দ্রব্য অধিদফতর ও আইন–শৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

ফেনসিডিলের এই আগ্রাসন শূন্যের ঘরে নামিয়ে আনতে আগামীকাল রবিবার থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুইদিনব্যাপী বাংলাদেশ–ভারত মাদক মহাপরিচালক (ডিজি) পর্যায়ের বৈঠক। প্রতি বছর এ বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও এবারে হচ্ছে ৩ বছর পর। এটি হচ্ছে ডিজি পর্যায়ের চতুর্থ বৈঠক। সর্বশেষ বৈঠক হয় ২০১২ সালের৩ অক্টোবর দিল্লিতে। মাদক দ্রব্য অধিদফতর সূত্র জানায়, ডিজি পর্যায়ের সর্বশেষ বৈঠকে বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারতের সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা ৩০৯টি ফেনসিডিল কারখানার তালিকা প্রদান করে ঢাকা। ঢাকার তরফ থেকে এসব ফেনসিডিল কারখানা ধ্বংস করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের পরিচালক (অপারেশন) প্রণব কুমার নিয়োগী বলেন, ভারত–বাংলাদেশ ডিজি (মাদক) পর্যায়ে চতুর্থ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালে। নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে গত বছর ১৫–১৬ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল। সব প্রস্তুতি নেওয়ার পরও শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকে ভারত ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার অনেকটাই রক্ষা করেছে। আশা করা যায় চতুর্থ বৈঠকে আরো ফলপ্রসূ আলোচনা হবে এবং আমরা সীমান্তে

ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য পাচার শূন্যের ঘরে নামিয়ে আনতে সক্ষম হব। তিনি জানান, সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা ফেনসিডিল কারখানার যে তালিকা দেয়া হয়েছিল তার অনেকগুলোই ধ্বংস করেছে ভারত সরকার। এমনকি সীমান্ত এলাকায় ফার্মেসি (ওষুধের দোকান) স্থাপনের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তারা।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, ভারতে ফেনসিডিল উৎপাদন হলেও সে দেশের মাদকসেবীরা তা সেবন করে না। এর ব্যাপক চাহিদা বাংলাদেশে। এক সময় ফেনসিডিলের আগ্রাসন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ভারত–বাংলাদেশের মাদক ডিজি পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠানের পর থেকে ফেনসিডিল আগ্রাসান অনেকটা কমেছে। মাদকের ওই কর্মকর্তা বলেন, তৃতীয় বৈঠকের পর প্রায় আড়াই বছর সময় গড়িয়েছে। আমরা আশায় আছি, চতুর্থ বৈঠকে ফেনসিডিল প্রবেশ বন্ধ ও এটাকে শূন্যের ঘরে নামিয়ে আনা যাবে। এই কর্মকর্তা আরো জানান, বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু তালিকা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি সীমান্তে মাদক বন্ধে ভারতের পক্ষ থেকেও একটি তালিকা প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের মিজোরামের ছোট হরিনা বর্ডার এলাকার বাইনচারি, বাল্টি, দোমাগ্রি লংলাই, মেঘালয়ের জনতাপুর বর্ডার এলাকার এমদো, দেওকি, খয়াই, চুনারুঘাট বর্ডার এলাকার ওয়েস্ট ত্রিপুরা, মনতলা বর্ডার এলাকার মোহনপুর, সেদাই ওয়েস্ট ত্রিপুরা, আগরতলার বাগাদিরমাথ, বামুতিয়া, নসিংঘর, বসিরহাট এবং নর্থ ২৪ পরগনা সীমান্ত এলাকায় এখনও বেশ কিছু অবৈধ ফেনসিডিল কারখানা রয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি তালিকা বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নিকট দেয়া হবে।

ঢাকায় আসছে ১০ সদস্যের টিম ঃ ভারতের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের (এনসিবি) ডিজি শ্রী বি বি মিশ্রর নেতৃত্বে আজ শনিবার ঢাকায় আসছে ১০ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দল।

এখানে - ওখানে ঃ সীমানা ছাড়িয়ে

এবার অরণ্যে

পরীক্ষা শেষ, বোশেখ মাসের তীব্র গরমে কি মন উসখুস করছে? সবুজের প্রান্তর মনে মনে ডাকছে? ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জঙ্গলগুলিতে কিছুদিন কাটিয়ে আসুন পাখি, গাছপালা ও পশুদের সাথে।

বক্সাদুয়ার

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর–পূর্ব কোণ ঘেঁষে যে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল পাহাড় বেয়ে উঠে ভূটানের হিমালয় পর্বতমালায় মিশেছে সেটাই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালে ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই ব্যাঘ্র প্রকল্প। সংকোশ আর তোর্সার মাঝে এই জঙ্গল এত গভীর যে কোনও কোনও জায়গায় সূর্যের আলোও ঢুকতে পারে না। আপার বক্সার মতো সুন্দর বৈচিত্রময় জঙ্গল পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি নেই। ঐতিহাসিক বক্সা ফোর্ট বা বক্সা দুর্গের অবস্থান ঠিক এখানেই। অতীতে ভূটানের সেই সময়ের রাজধানী পুনাখা হয়ে তিব্বতে যাওয়ার প্রবেশপথ বা দুয়ার ছিল বক্সা। তাই জায়গার এরকম নাম। এপথে একসময় কোচবিহার ও রংপুরের সঙ্গে ভুটান ও তিব্বতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল ওয়াটসনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইন্দো–ভুটান যুদ্ধের পর ভুটানরাজের তৈরি এই দুর্গ ব্রিটিশদের অধীনে আসে। এরপর ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ অবধি পাহাড়ের উপর অত্যন্ত দুর্গম জায়গায় অবস্থিত এই দুর্গটি ব্রিটিশরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দিশিবির হিসেবে ব্যবহার করে। তবে ঐতিহাসিক এই দুর্গ বর্তমানে ভগ্ন। রাজাভাতখাওয়া থেকে সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে এসে তারপর প্রায় ৪ কিলোমিটার ট্রেক করে দুর্গে পৌঁছেতে হত। যদিও বর্তমানে দুর্গের ২ কিলোমিটার আগে পর্যন্ত ফোর–হুইল ড্রাইভ জিপ চলে যায়। শেষ ২ কিলোমিটার নির্জন পাহাড়ি পথে হাঁটা। শাল, শিরীষ, গামার, চাঁপ, বহেড়া, আমলকী গাছে ভরা বনপথ দিয়ে সামান্য চড়াইপথ হেঁটে যেতে ভালোই লাগবে।

বনবাংলোটির অবস্থানও খুব সুন্দর। চারপাশে পাহাড় ও জঙ্গল। এ জঙ্গলে চিতাবাঘ, ভালুক, হরিণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর পাখির দেখাও মেলে। রোজফিঞ্চ, গ্রেট বারবেট, হিলময়না, লংটেইল্ড, মিনিভেট, এশিয়ান ফেয়ারি ব্লু বার্ড–এর রঙের বৈচিত্র মুগ্ধ করবেই। বনবাংলোর কাছেই ব্রিটিশ আমলের ডাকঘর ও ছোটো একটা মিউজিয়াম সান্তালাবাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে দুর্গে যাওয়ার পথেই পড়বে

ছোটো গ্রাম দারাগাঁও। প্রতি মঙ্গলবার সান্তালাবাড়িতে হাট বসে। ভূটান থেকে লোকজন এসেও এই হাটে অংশ নেয়। দারাগাঁও থেকে সোজা রাস্তা তাশিগাঁও হয়ে ৮ কিলোমিটার দূরের রোভার্স পয়েন্ট পেরিয়ে চলে গিয়েছে ভারত–ভূটান সীমান্তে ৫০০০ ফুট উচ্চতায় রূপম উপত্যকায়। তাশিগাঁও–এর পর থেকে বিস্তীর্ণ এই জঙ্গল পাখিদের স্বর্গরাজ্য। বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় থাকা বহু পাখির আবাসস্থল এই রোভার্স পয়েন্ট। রোভার্স পয়েন্ট থেকে নিচে ফেলে আসা জঙ্গলের মাঝে বিভিন্ন নদীনালার পাশাপাশি রুফাস নেকড হর্নবিল, সুলতান টিট, লংটেইল্ড ব্রডবিল, কালিজ ফেজ্যান্ট এবং বিভিন্ন প্রজাতির নাটহ্যাচ–এর দেখা মেলে।

বক্সাদুয়ার থেকে ঘন্টাখানেকের হাঁটাপথে লেপচাখা গেলে সেখান থেকে বহু নীচে কালচিনি, হ্যামিলটন এবং হাসিমারার বিস্তীর্ণ সমতল চোখে পড়ে। রুপোলি ফিতের মতো ডিমা নদীর এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া দেখে মুগ্ধ হতে হবে। বেড়ানোর মরশুমে গাড়ি পাওয়াটা বেশ সমস্যার। তাই আগে থেকে বুকিং করে রাখা ভালো। যোগাযোগ : ইন্দ্র থাপা (মোবাইল ৯৪৭৫২ ৪৯১৩৮), ডুকপা'জ হাট (মোবাইল : ৯৪৩৪০ ১০৪৯৭) সান্তালাবাড়ি হয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে বক্সাদুয়ারের দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। সান্তালাবাড়ি থেকে ২ কিলোমিটার গাড়িতে গিয়ে শেষ ২ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পৌঁছোতে হবে বক্সা দুর্গ বা বক্সাদুয়ার। রাজাভাতখাওয়া থেকে বক্সাদুয়ারের দূরত্ব প্রায় ১৬ কিলোমিটার।

জয়ন্তী

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় শেষপ্রান্তে ভূটান পাহাড়ের কোলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে ছোট্ট জনপদ জয়ন্তী। প্রকৃতি তার সমস্ত রূপ যেন উজার করে ঢেলে দিয়েছে জয়ন্তীর জঙ্গলে। জয়ন্তীর মূল আকর্ষণ এর আরণ্যক শোভা আর বালা ও জয়ন্তী নদী। বছরের অন্য সময় যে নদী শীর্ণকায়া বর্ষায় তার রূপ হয়ে ওঠে ভয়াল। জয়ন্তী ব্রিজটা একসময় অন্যতম দেখার জিনিস ছিল কিন্তু ১৯৯৩ সালে বালা নদীর তোড়ে সে ব্রিজ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এই সেতু দিয়ে গাড়ি পারাপার হত। ভূটান পাহাড় থেকে ডলোমাইট নিয়ে যাওয়া হত দুর্গাপুর সহ দেশের অন্যান্য জায়গায়। নদীখাত থেকে ৫২ ফুট উঁচু সেই পোক্ত সেতু মাটি আর পাথরে ভরাট হয়ে নদীর চরের আকার নিয়েছে। জয়ন্তী নদীর ধারে রঙীন ফুলের গাছ; নদীর জলে মাছ ধরে গ্রামের বাচ্চারা বিকেলে বালা নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে সূর্যাস্ত দেখতে বেশ লাগে। রাজভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তীতে ছোট কয়েকটা জাঙ্গল ট্যুর হয়ে থাকে। জয়ন্তী বনবাংলো থেকে নদীর উপর দিয়ে রোমাঞ্চকর সড়কপথে ৭ কিলোমিটার গেলেই ছোট মহাকাল মন্দির। এখান থেকে চড়াইপথ উঠে গিয়েছে বড়ো মহাকাল মন্দির ও আরও উপরে সতীপীঠ জয়ন্তীর দিকে। কথিত আছে এইখানেই সতীর বাম জঙ্ঘা পড়েছিল। গুহার ভিতরে চুনাপাথরের তৈরি বিভিন্ন ভাস্কর্য। নদী পেরিয়ে গাড়ি নিয়ে রোমাঞ্চকর পথে ঘুরে আসা যায় হাতিপোতা থেকে। এপথে যেতে ছোট–বড়ো আরও তিন–চারটে নদী পেরোতে হয়। জয়ন্তীর অন্যতম দ্রষ্টব্য ২ কিলোমিটার দূরের 'পোখরি'। পুখরি পাহাড়ের স্বচ্ছজলের এই পুকুর হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের মানুষের কাছে অতি পবিত্র।

কাছের রেল স্টেশন আলিপুরদুয়ার জংশন। শিয়ালদা থেকে ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন আসছে।

আলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তীর দূরত্ব ২৬ কিলোমটার। অটো বা গাড়িতে করে চলে আসা যায়। হাতিপোতা বেড়িয়ে যাঁরা জয়ন্তী যাবেন তাঁদের আসতে হবে শামুকখোলা হয়ে। রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট পেরিয়ে বনঢাকা পিচসড়ক ধরে এগোতে হবে। তারপর ডানদিকে বেঁকে সোজা জয়ন্তী।

ইষ্টিকুটুম

অচিনপুরী ইষ্টিকুটুম। দামাল সবুজ, হাজারো পাখির কলকাকলি আর একফালি নদী কলেজানি নিয়ে ডুয়ার্সের এই ঠিকানা। নিমতিঝোরা চা–বাগানের পাশে এই খামারবাড়ি। ৪০ বিঘা জমি জুড়ে গড়ে ওঠা ফার্ম হাউসের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ রকমারি গাছগাছালি। ফার্ম হাউসে ঢোকার মুখেই সারি সারি সুপারি, নারকেল গাছ আর তাতে ঝুলছে বাবুই পাখির বাসা। ভিতরে খেজুর আর রকমারি ফল ফুলাদির গাছ। বাতাবি, কামরাঙা, করমচা, জামরুল, সফেদা, তাল, কলাবাগান আর সুবিশাল বেলগাছ। থানকুনি, ব্রাহ্মী, বাসক, ঘৃতকুমারী, দণ্ডুকলস–এর মতো ভেষজ গাছের পাশাপাশি শাল, সেগুন, শিশু, মেহগনি, বন কাঁঠাল, ঘোড়ানিম আর শাকসবজির খেতে আলু, বেগুন, সরষে, পালং।

পাখিদের স্বর্গরাজ্য ইষ্টিকুটুম। ইষ্টিকুটুমের আশেপাশে কালজানি, তোর্সা, পোরো আর বানিয়া নদী। এখানকার বোড়লি, পিঠকাঁটা, চেপটি, খাকসি মাছের স্বাদ জাস্ট অসাধারণ। ইষ্টিকুটুমকে খুঁটি করে ঘুরে নিতে পারেন রায়মাটাং, জয়গাঁ–ফুন্টশোলিং, রাঙামাটি, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, দেওডাঙা সহ অসংখ্য হটস্পট।

শিয়ালদা থেকে রাতের কাঞ্চনকন্যায় উঠে পরদিন সকালে হ্যামিলটনগঞ্জ স্টেশন (ছাড়ে প্রতিদিন রাত সাড়ে ৮টায়; পৌঁছোয় পরদিন সকাল ১০টা ৩৯ মিনিটে)। এখান থেকে ফার্মহাউসের দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। অটো আসছে। আলিপুরদুয়ার থেকে জাতীয় সড়ক হয়েও চলে আসা যায়। দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার। আলিপুরদুয়ার কোর্ট স্টেশনের দক্ষিণ দিকে ঘাঘরা, বনচুকামারি, রাখালের মাঠ হয়ে পটকাপাড়া ১৭ কিলোমিটার। হাসিমারা বা কালচিনি হয়ে চলে আসুন নিমতি মোড়।

মাদারিহাট

জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের প্রবেশদ্বার মাদারিহাট। হলং নদীর ধারে ডুয়ার্সের ছোট জনপদ। হলং থেকে হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল ঘোরা অসামান্য অভিজ্ঞতা। আগে সারাদিনে ভোরবেলায় একবারই হাতি সাফারি হত। সম্প্রতি গন্ডারের খাসতালুকে পর্যটকদের নিয়ে যেতে বিকেলেও হাতি সাফারি চালু হয়েছে। আর জিপ সাফারি তো আছেই।

মাদারিহাট থেকে গাড়ি নিয়ে যেমন একবেলার জন্য চিলাপাতা, মেন্দাবাড়ি অভয়ারণ্যে বেড়িয়ে আসা যাবে তেমনি ঘুরে নেওয়া যাবে লংকাপাড়া ও টোটোপাড়া। শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে হাসিমারা (ছাড়ে রাত সাড়ে ৮টায়, পৌঁছয় পরদিন সকাল ১০টা ২৩ মিনিটে)। এখান থেকে গাড়িতে মাদারিহাট ১০ কিলোমিটার। এছাড়া তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসে ফালাকাটা নেমে (ছাড়ে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে; পৌঁছোয় ভেবে ৫টা ১৯ মিনিটে) সেখান থেকে গাড়িতে মাদারিহাট চলে আসা যায়। সময় লাগে কমবেশি ৪৫ মিনিট।

জলদাপাড়া

রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় অরণ্য। একশৃঙ্গ গন্ডারের অন্যতম আবাসস্থল। তোর্সা নদীর উপত্যকায় প্রায় ২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বনাঞ্চল ব্যাপ্ত ভূটানের পাদদেশ পর্যন্ত। গা–ছমছম করা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে হলং, তোর্সা, মালঙ্গি, কালিঝোরা, সিমামারা আর বুড়ি তোর্সা। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের প্রতি কোনায় রোমাঞ্চ। আর সেই রোমাঞ্চ। পূর্ণতা পাবে হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে দেখায়।

ভোরের নরম আলো ভেদ করে হাতির পিঠে বসে জঙ্গলে ঢুকলেই চোখে পড়তে পারে কাদাজলে গন্ডারের ডুবে থাকা, হর্নবিল বা ধনেশ, ময়ূর, হরিণ। ভাগ্য ভাল থাকলে রক পাইথনের দেখাও মিলতে পারে। অবস্থানের সৌজন্যে জলদাপাড়ার হলং বনবাংলো দেশের অন্যতম সেরা বাংলো। এই বাংলোয় রাত কাটানো প্রত্যেক অরণ্যচারীর কাছে যেমন স্বপ্ন, ঠিক তেমনি এর বুকিং পাওয়াও রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার। বাংলো বুকিং করে তবেই ট্রেনের টিকিট কাটা উচিত হবে। কারণ এই বাংলোয় না থাকলে জলদাপাড়া বেড়ানোর আনন্দ অনেকটাই মাটি। বাংলোর সামনেই সল্টলিকে দেখা মেলে বনচরদের। বাংলোর সামনে দিয়ে তিরতিরিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণকায় হলং নদী। সকল ৬টা এবং ৭টায় হলং বনবাংলোর সামনে এলিফ্যান্ট রাইড পয়েন্ট থেকে হাতি সাফারি হয়। হলংয়ে যাঁরা থাকবেন তাঁরাই সবার আগে এলিফ্যান্ট রাইডিংয়ের সুযোগ পাবেন। তবে হাতির পিঠে চাপার সুযোগ না পেলে মন খারাপ করার কিছু নেই। পর্যটকদের জন্য রয়েছে জিপ সাফারি। একটি জিপে ৬ জন নেওয়া হয়। সারাদিনে দুবার জিপ সাফারি হয়। জিপ সাফারির জন্য বুকিং করতে হবে মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজে। যেসব পর্যটক মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজ বা হলং বনবাংলোয় থাকবেন না তাঁরা জিপ সাফারির জন্য যোগাযোগ করবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেনের সঙ্গে (যোগাযোগ ০৩৫৬৩ ২৬২২৩৯, ৯৭৩৩১ ৪১১২০)। সকালে সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত 'ডে–ভিজিট' এর ব্যবস্থা আছে। যাবতীয় ফি চুকিয়ে হলং বনবাংলো পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। হলং নদীর ধারে সময় কাটানো গেলেও গভীর জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি মিলবে না। জঙ্গলমহলে ঘোরার বাইরে রয়েছে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। জলদাপাড়ার জঙ্গলে থাকা বিভিন্ন পশুপাখি ও অন্যান্য বনচরের অবয়ব এখানে রাখা আছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন চা–বাগান থেকে উদ্ধার করা লেপার্ড। টোটোদের জীবনযাত্রাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

কোথায় থাকবেন

বক্সা দুয়ার

বনদফতরের বনবাংলো (ফোন : ২৫৬০০৫, ২৫৫১২৯), দ্বিশয্যা ৯০০ টাকা। বেসরকারি হোটেল : বক্সা ভ্যালি রিসর্ট (ফোন : ৯৪৩৪১–৮৪৬০৪), তিনশয্যা ঘর ১,২০০ টাকা; কটেজ ২,০০০–২,৫০০ টাকা; চার শয্যা ঘর ১,৫০০ টাকা, কটেজ ২,২০০ টাকা। রোভার্স ইন (ফোন : ২০৩১৬৩), দ্বিশয্যা ১,০০০–১,২০০ টাকা, চারশয্যা ১,৫০০ টাকা। বক্সাদুয়ারের এসটিডি কোড : ০৩৫৬৪।

জয়ন্তী বনান্তে রিসর্ট (ফোন ৯৬০৯৯–৩১৮৫৭), দ্বিশয্যা ১,৫০০ টাকা, চার শয্যা ২,০০০ টাকা। জয়ন্তী হিলস জাঙ্গল ক্যাম্প রিসর্ট (যোগাযোগ ০৩৩২২৫–০৭৯৭), নন–এসি ডিলাক্স দ্বিশয্যা ১,৪০০ টাকা; দ্বিশয্যা কটেজ ১,৫০০ টাকা; চার শয্যা কটেজ ২,০০০ টাকা। নেচার হাট (যোগাযোগ : ৯৪৭৪৬ ২৭৭৯০) দ্বিশয্যা ১,২০০ টাকা। বনলতা লজ : (যোগাযোগ : ৯৪৩৪৬ ০৭৩৯৩), ভাড়া ১,৩০০–১,৬০০ টাকা। প্রকৃতি (যোগাযোগ : ৯৩৩৩২ ৬৩৯২৩), দ্বিশয্যা : ১,০০০–২,০০০ টাকা। গ্রিনভিউ (যোগাযোগ : ৯৪৭৪৬–২৭৭৯০), দ্বিশয্যা ১,২০০–২,০০০ টাকা। জয়ন্তী গ্রিন (যোগাযোগ : ৮৬৯৭১ ৫৮৯১৯), দ্বিশয্যা ১,২০০ টাকা।

ইষ্টিকুটুম

ইষ্টিকুটুম ফার্ম হাউস (ফোন ৮৩৭২০ ০৬৫৫২), হানিমুন কটেজের ভাড়া ১,৮০০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যা ১,৯০০ টাকা; থাকা–খাওয়া সহ তিনশয্যা কটেজ ২,০০০ টাকা; ডিলাক্স তিন শয্যা ২,৫৫০ টাকা; ডিলাক্স চার শয্যা ৩,৪০০ টাকা; ড্রাইভারের খাওয়াখরচ ২০০ টাকা

মাদারিহাট–জলদাপাড়া

পর্যটন দফতরের জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ (যোগাযোগ : ২৬২২৩০, ৯৭৩৩০–০৮৭৯৫), নন–এসি ডিলাক্স দ্বিশয্যা ১,৬০০ টাকা; এসি ২,২০০–২,৪০০ টাকা; এসি স্মল কটেজ ২,৬০০ টাকা, লার্জ কটেজ ২,৯০০ টাকা; এসি স্যুইট ৩,২০০ টাকা। হলং ট্যুরিস্ট লজ (যোগাযোগ : ২৬২২২৮), নন–এসি ডিলাক্স দ্বিশয্যা ২,৫০০ টাকা। যুব কল্যাণ দফতরের মাদারিহাট ইয়ুথ হোস্টেল (যোগাযোগ : ০৩৩–২২৬৫–৩২৩১), নন–এসি দ্বিশয্যা ৭৫০ টাকা; এসি ৯০০ টাকা; নন–এসি চার শয্যা ১,১০০ টাকা, ছত্রিশশয্যার ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ২২৫ টাকা। বেসরকারি হোটেল : জলদাপাড়া ওয়াইল্ড হাট রিসর্ট (যোগাযোগ : ২৬২৭১২), দ্বিশয্যা ১,৫০০–২,০০০ টাকা। আকাশিয়া ইকো–রিসর্ট (যোগাযোগ : ৯৮৩১৮–৬৫৩১০), স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যা ১,৫০০ টাকা; ডিলাক্স ১,৮০০ টাকা; চারশয্যা ২,৫০০ টাকা। রিসর্ট হেভেন ইন (যোগাযোগ : ২৬২৩৫৭), নন–এসি দ্বিশয্যা লজ ১,২০০ টাকা; তিন শয্যা ১,৫০০ টাকা, চার শয্যা ১,৮০০ টাকা; নন–এসি কটেজ ১,৮০০ টাকা; এসি ২,৫০০ টাকা; এসি ডিলাক্স কটেজ ৩,০০০ টাকা। জলদাপাড়া ক্যাম্প (যোগাযোগ : ২৬২২৯২), দ্বিশয্যা কটেজ ১,০০০ টাকা; তিনশয্যা ১,২০০ টাকা; চার শয্যা ১,৫০০ টাকা; ড্রাইভার্স অ্যাকোমোডেশন শয্যাপ্রতি ২০০ টাকা। তিথি লজ (যোগাযোগ : ২৬২২৯০)। দ্বিশয্যা ৮৫০ টাকা; চারশয্যা ১,২৫০ টাকা। ?? ইকো ভিলেজ রিসর্ট (যোগাযোগ : ৭০৪৪৫–৭১৩৩২), স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যা ১,৩০০ টাকা, ডিলাক্স ১,২০০ টাকা।

সৌজন্যে ট্রাভেল ছুটি

চন্ডীমন্ডপ কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তি থানার রাজারামপুর গ্রামে 'চন্ডীমন্ডপ কথা' পত্রিকার আয়োজনে আয়োজন হল একটি আলোচনাচক্রের। এছাড়াও এদিন এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে বিগত দিনের চন্ডীমন্ডপের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন গুরুসদয় সংগ্রহশালার কিউরেটর ড. বিজনকুমার মন্ডল, প্রত্ন গবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যা, কবি সুনীল দাস, ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা সহ উপস্থিত নানা জন। অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে 'চন্ডীমন্ডপ কথা' পত্রিকার সম্পাদক বাণী দাস বলেন, 'আগামী দিনে এইধরনের আরো নানারকম কর্মসূচি আমরা নেব, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জীবনের সঠিক দিশায় চালিত করতে পারি।'

সাগরের চৌরঙ্গি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংবিধান দিবস। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, আবৃত্তির মাধ্যমে পালন করেন এই দিনটি।

কালিকাপ্রসাদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতে দেবী সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে প্রয়াত বিশিষ্ট লোকশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, আধুনিক বাংলা গানের প্রয়াত শিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত ও দেবীরাণী সরকারের স্মরণে ১৬ এপ্রিল এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বারাসতের বনমালীপুরে ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা চলচ্চিত্রাভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুরসভার উপপুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, সিআইসি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর সমীর কুন্ডু, অভিনেতা সঞ্জীব সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়কদ্বয় হলেন স্থানীয় সাংবাদিক রতন

নন্দী ও লোকশিল্পী নয়ন সরকার। অনুষ্ঠানে যে সমস্ত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবলীনা, দেবপ্রিয়া বিশ্বাস, শংকর গোস্বামী, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক মন্ডল, নয়ন সরকার, শিশু শিল্পী মাস্টার রাজন। নৃত্যে ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সইফুল ইসলাম সাকী। পাতার বাঁশি বাজান অনবদ্য শিল্পী জীবন সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোমা সরকার ও তুষার দাশগুপ্ত। কালিকাপ্রসাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি বিসর্জনের কথা উল্লেখ করেন। বলেন, 'কালিকাপ্রসাদের সঙ্গীত পরিচালনায় মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি তিনি আর দেখে যেতে পারলেন না।' রতন নন্দী বলেন 'লোকশিল্প আজকে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তাতে কালিকাপ্রসাদের অবদান অবিস্মরণীয়।'

চুঁচুড়ায় সংবিধান দিবস

রিম্পি ঘোষ: চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরের রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হল ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ও 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত বাবাসাহেব ভীমরাও রামোজি আম্বেদকরের ১২৭–তম জন্মদিবস। বিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক ছাত্র–ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় আম্বেদকরের অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর জীবনী, চিন্তাধারা ও বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের প্রাক্তন কর্মী মনোজ কুমার দেওয়ান আম্বেদকরের ১২৭–তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একটি 'সনেট' পাঠ করে শোনান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুজবরণ সরকার জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ নির্দেশ যে সমস্ত সরকারী অফিসে ও বিদ্যালয়ে আম্বেদকরের ১২৭–তম জন্মদিবস পালন করতে হবে। সেই নির্দেশানুসারে আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

গুরুসদয় সংগ্রহশালায় চিত্রপ্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উদযাপনের জন্য কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালায় একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। প্রদর্শনীর বিষয় 'বাংলার প্রকৃতি'। প্রদর্শনী চলবে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। উদ্বোধনের দিন 'ছবি দেখা' বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছিল। শিল্পী স্নেহাংশুশেখর দাস এই আলোচনায় ছবি দেখার নানা কৌশল, কারিগরি দিক এবং ছবির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেন সকলের সামনে। আপ্লুত দর্শক শ্রোতারাও এই বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন শিল্পী প্রদীপ প্রধান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পী রণজিৎ হীরা। গুরুসদয় সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ দেন কার্যকরী সম্পাদক ড. বিজনকুমার মন্ডল।

মাঙ্গলিকী

ফলিতকলায় অনন্য মাখনলাল দত্তগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্ম ১৯১৬ সাল। পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লা। শৈশব কাটে ময়মনসিংহে। সেখানেই ছবি আঁকা। ১৯৩৩ সালে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ওই সময়ে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন মুকুল দে। আর ফলিতকলা বিভাগে শিক্ষক ছিলেন প্রহ্লাদ কর্মকার ও সতীশচন্দ্র সিংহ। এঁদের কাছেই হাতেনাতে এ বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে খুব ভাল ফল করে আর্ট স্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে (১৯৪১–১৯৬০) এই আর্ট স্কুলেই ফলিতকলা বিভাগের প্রধান হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৬ সালে আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি–র প্রদর্শনীতে একইসঙ্গে পোস্টার, হোর্ডিং, প্রেস লে আউট, ক্যালেন্ডার, ক্রিসমাস কার্ড এবং বুক ইলাস্ট্রেশন সব বিভাগেই পুরস্কার পান। এবার তিনি সিউড়ীর সরকারি স্কুলে আর্ট টিচারের চাকরি করেন। পরবর্তীকালে জেনারেল পাবলিসিটি অ্যান্ড কোম্পানী এবং ডি জে কিমার অ্যান্ড কোম্পানীর মতো নামজাদা সংস্থাতেও কাজ করেছেন। এই ডিজে কিমারে কর্মসূত্রে অন্নদা মুন্সী ও সত্যজিৎ রায়ের সান্নিধ্যে আসেন। এই সময়ে তিনি বিজ্ঞাপন জগতের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্ডিয়ান টি মার্কেটের এক্সপ্যানশন বোর্ডের জন্য করা চায়ের বিজ্ঞাপনগুলি। ছয় ঋতুতে বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে চায়ের এক সুন্দর যোগাযোগের দৃশ্যায়ন তিনি করেছিলেন। ১৯৪৪–৪৫ সালে সিগনেট প্রেসের প্রকাশিত নানা বইতে তিনি অলংকরণের কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', 'যতনবিবি' এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা'র অলংকরণ। শকুন্তলার সব অলংকরণ করেছিলেন মাখন দত্তগুপ্ত আর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ড্রাফটসম্যানশিপ, দিল্লি পলিটেকনিক এবং বিড়লা একাডেমী পরিচালিত আর্ট স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তাঁর শিক্ষায় তৈরি হয়েছেন অনেক কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হলেও চারুকলাতেও তাঁর সমান প্রতিভা ছিল। অসম্ভব ভাল ড্রইং ও ইলাস্ট্রেশন করতেন। ছোটখাটো চেহারার মাখনবাবু সব সময়ে স্যুটেড বুটেড হয়ে থাকতেন।মুখে থাকত পাইপ। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি নানা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। আর্ট কলেজে পড়াকালীন তাঁর আঁকা ছবি 'টু দ্য মারকেট' ১৯৩৪–৩৫ সালে একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। এরপর কলকাতা, লাহোর,মুম্বাই, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে লন্ডনে এবং ১৯৬৫ সালে হাওয়াইতে তাঁর একক প্রদর্শনী হয়। তাঁর আঁকা চারকোলে একটি মহিলা মডেলের ছবি একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে ১৯৫১ সালের প্রদর্শনীতে ছিল। তিনি তখন সরকারি আর্ট কলেজের শিক্ষক। ১৯৪৩ সালে তিনি বেশ কিছু হৃদয়বিদারক মন্বন্তরের ছবি আঁকেন যেগুলি যথেষ্ট প্রশংসা পায়। ১৪ জুলাই, ১৯৮৬ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ব্যঙ্গমা–ব্যঙ্গ রসিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ মার্চ রবিবার ১ নম্বর হেম কর লেনের সুরম্য সভাগৃহে ব্যঙ্গমা–ব্যঙ্গ রসিক সভা জনা চল্লিশেক রসবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির সানন্দ উপস্থিতিতে উপহার দিল এমনই এক আনন্দময় সন্ধ্যা যা বাড়ি ফিরেও মনে মনে হল অনুরণিত। মূলে ব্যঙ্গ–প্রিয় কবি, চিত্রী ও জাদুরসিক দিগম্বর দাশগুপ্ত–র চেষ্টা ও আন্তরিকতা। শুধু একটি দিন সন্ধ্যা নয়, দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে রামগড়ুরের ছানাদের মুখেও হাসি ফোটানো তাঁর এক অনলস প্রয়াস এবং আনন্দ। সভার সূচনায় ব্যঙ্গমা–র থিম সং 'ঠাট্টা তামাসা রগড় রঙ্গ'' শোনালেন সুদেব চট্টোপাধ্যায়, সংযুক্ত ঘোষ, শাশ্বতী বসু, ইন্দ্রনীল ঘোষ ও ঈশিতা বসু প্রমুখের মিলিত কন্ঠে। এরপর সভা সংক্রান্ত বক্তব্য রাখেন গৃহকর্তা ও কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় ঘোষ, অভ্যাগতদের স্বাগত জানান আহ্বায়ক জয়ন্ত বসু এবং সম্পাদকীয় কথায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানান সম্পাদক দিগম্বর দাশগুপ্ত। ব্যঙ্গমা মানে যে শুধু রসসাহিত্য পাঠ, হাসির গান গাওয়া বা আবৃত্তি শোনানো নয়, তার এক বিশেষ আকর্ষণ বৈঠকি জাদু প্রদর্শন। নিঃশ্বাস দূরত্বে দাঁড়িয়ে তেমনি মজার ম্যাজিকে মজালেন অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান জাদুকর অরুণ ব্যানার্জী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাসির গান ও কবিতা পাঠে শ্রোতা মনে দাগ কাটলেন রাম কুমারের সুযোগ্য শিষ্য দূরদর্শন ও আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী সুদেব চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি ঘোষ, শাশ্বতী বসু, দিল্লি থেকে আগতা সংঘমিত্রা বসু, বেরিটন কন্ঠের অধিকারী সুরঞ্জন দাশগুপ্ত, সংযুক্তা ঘোষ, ডা. নীলাদ্রি বসু, ইন্দ্রনীল ঘোষ, ঈশিতা বসু, আলপনা দে ও মহিলা যাদু শিল্পী বনানী ব্যানার্জী। কবিতা, ছড়া ও আবৃত্তি পাঠে অধ্যাপক রামচন্দ্র ধাড়া, শক্তি প্রসাদ রায় শর্মা, ডাঃ তাপসকুমার ঘোষ, প্রদীপ্ত সামন্ত, ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস প্রমুখ আসরকে কর তোলেন আনন্দময় ও রসময়। সব ভালো যার শেষ ভালো সেই ক্রিয়াটি সম্পন্ন করলেন স্বয়ং সম্পাদক তাঁর কয়েকটি আদি রসাত্মক ও কৌতুকাশ্রিত ছড়া পাঠের মধ্য দিয়ে। সব মিলিয়ে ব্যঙ্গমা মানে এক আনন্দ যজ্ঞ যে যজ্ঞের যোগ্য যাজ্ঞিক স্বয়ং সম্পাদক এবং সে আনন্দ যজ্ঞে যে সবার নিমন্ত্রণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যঙ্গমার পরবর্তী সভা ঐতিহ্যমন্ডিত মার্বেল প্যালেসে। উপলক্ষ্য ব্যঙ্গমার ৩৭তম জন্মদিন। আমাদের আগাম শুভেচ্ছা। ব্যঙ্গমা তার বিজয় পতাকা তুলে ধরে এগিয়ে চলুক।

বর্ষশেষ অনুষ্ঠানে সংবর্তের পাঠাভিনয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাংলা বর্ষশেষ সন্ধ্যা মহলাকক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের পাঠাভিনয় পরিবেশন করলেন সংবর্ত গ্রুপ থিয়েটার। দেবকন্যা বসুদাশ (মালিনী), আমান দৌল্লা (ক্ষেমংকর), বিজয়কুমার (সুপ্রিয়) ও একাধিক ভূমিকায় বিমল দাসের এই অভিনয় সংলাপ 'মালিনী' লেখার প্রেক্ষিত 'রাজা' চরিত্রে নিবেদক সুনীল

দুই পর্বে বিভক্ত চৈত্র সংক্রান্তির অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষ ও মণিদীপ শিলালিপি সাহিত্য পত্রিকার বসু 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধের স্মরণ আসরের। ডক্টর সুজিৎ

সংবেদনের আগে সংক্ষেপে আলোচনা করলেন নির্দেশক ও দাশ।

সান্ধ্য আসরের সূচনা হল দুই বিদগ্ধ চট্টোপধ্যায়ের প্রয়াণ স্মরণে। সহযোগী সম্পাদিকা লেখিকা সুপর্ণা অংশবিশেষ পাঠ করে শুরু করেন ঘোষের পড়শি স্নেহধন্য সরোদিয়া ভবানীশংকর দাশগুপ্তর স্মৃতিচারণের পর কবি ও প্রাবন্ধিক অঞ্জন সেন অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে ও শঙ্খ ঘোষ প্রাসঙ্গিক গ্রন্থরাজির উল্লেখ করেন। বিপুল গ্রন্থসংগ্রহে প্রয়াত অধ্যাপক ঘোষের কিংবদন্তীখ্যাতি স্মরণ করেন। এরপর, প্রাবন্ধিক পল্লব মিত্র বিশ্লেষণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক, সি–এম–পি–ওর কলকাতা মহানগর পরিকল্পনার পথিকৃত প্রবীণ স্থপতি নগরবিদ লোকান্তরিত মণিদীপা চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম। কানপুর থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও গল্পকার শ্যামসুন্দর চৌধুরী। চিত্রশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, সুভাষ দাস, রমেন নন্দী, তোরা দাস প্রমুখ উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ত নাট্য গোষ্ঠী ও 'আগামী এ সোসাইটি ফর হেলথ ফর সেল্ফ হেল্পকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।' প্রথম ভারতজামান রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনা সংবর্তের 'ডাকঘর'এর ২৫ বছর পূর্তি নিয়ে এদেশে যেমন আলোচনা সভা হয়েছে কয়েকটি, ওই প্রযোজনা নিয়ে 'সুধা তোমাকে ভোলেনি' গ্রন্থের পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তেমনি জার্মানিতে হাইডেলবার্গ শহরে সেন্ট্রম ফ্রিডরিশ আলবার্ট হলেতে ২৯ এপ্রিল ২০১৭ আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন সুনীল দাশ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই বাংলা নববর্ষের তোরণে দাঁড়িয়ে বাংলা থিয়েটারের এই আন্তর্জাতিক গৌরবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান সংবর্তে গ্রুপ থিয়েটারের প্রত্যেককে।

কলকাতা হারমোনিকার মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা হারমোনিকা অ্যাসোসিয়েশন ৯ ই এপ্রিল ২০১৭ বিড়লা আকাদেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারের অডিটোরিয়ামে তাদের ২৩ তম বার্ষিক মিলনোৎসবের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত হারমোনিকা, অ্যাকোর্ডিয়ান ও পিয়ানো বাদক মিলন দেব এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করছিলেন তবলা শিল্পী ও সুরকার মল্লার ঘোষ। হারমোনিকা অর্থাৎ মাউথ অরগ্যান একটি ক্ষুদ্র বাদ্য যন্ত্র কিন্তু যথেষ্ট সুমধুর এর ধ্বনি। যন্ত্র সংগীতের জগতে বিশেষ করে ফিল্ম সংগীতে একসময় বহুল ব্যবহৃত এই যন্ত্রটি এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। এই যন্ত্রটির প্রসার ও প্রচারের জন্য কলকাতা হারমোনিকা অ্যাসোসিয়েশন এক দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল এই বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহারিক উপযোগিতা বাড়ানো, উৎসাহী মানুষদের মধ্যে যন্ত্রটির শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং শিক্ষান্তে তারা যাতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। হারমোনিকা প্রতিযোগিতা, শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণ শিবির (ওয়ার্কশপ) এর আয়োজন এবং ষান্মাসিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। আশা করি তাদের এই অনলস প্রচেষ্টার ফলে হারমোনিকা (মাউথ অরগ্যান) যন্ত্রটি আবার জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

সেবা ব্রতে স্মরণ–মনন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের প্রাণ পুরুষ প্রয়াত সমর মন্ডলের ২য় প্রয়াণ দিবসে বাওয়ালিতে সংঘ ভবনে চক্ষু ছানি শনাক্ত করণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আমতলার বিবেকানন্দ মিশন আশ্রমের নেত্র নিকেতনের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ৬৭ জনের চোখ পরীক্ষা করে ২১ জনকে অপারেশনের জন্য চিহ্নিত করে। এদের যাতায়াত অপারেশন চশমা ইত্যাদির জন্য কোনও অর্থ খরচ করতে হবে না। এছাড়া আরও ২১ জনকে পাওয়ার চশমা প্রদান করা হয়। বর্তমান সংঘ সম্পাদক অনিল নস্কর প্রয়াত সমর মন্ডলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তাঁর অসামান্য কর্মকান্ডের কয়েকটি দিক তুলে ধরেন বর্তমান সংঘ সদস্যরা যাতে আরও বেশি করে সেবা ও সামাজিক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রী নস্কর বলেন যে সমর মন্ডলের প্রয়ান দিবসকে আমরা সংঘের তরফ থেকে প্রতি বছর জন হিতকর ও মানবকল্যাণ মুখী কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করব। মোহন সাধুখাঁর তত্ত্বাবধানে এই ছানি শনাক্তকরণ ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। সংঘ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকা ও কমিটি পদাধিকারীরা প্রত্যেক প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন।

এরপর সংঘ বিদ্যালয়ের সভাপতি মদন মোহন লাহা, সহ সভাপতি দেবনাথ অধিকারি, অনিমা নন্দী, সংগঠন সম্পাদক মানস নস্কর প্রমুখের উপস্থিতিতে পি–নার্সারির কচি কাঁচাদের হাতে স্কুল বাক্স প্রদান করা হয়। সভাপতি লাহা বাবু উপস্থিত অভিভাবকদের সতর্ক করে বলেন যে কচিকাঁচাদের পিঠে অ–বহনযোগ্য ভারি বইয়ের বোঝা তুলে দিয়ে তাদের শরীরের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে এ বিষয়ে এখনই সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের।

রবিবাসরের সাম্প্রতিক অধিবেশন

শ্রেয়সী ঘোষ : রবিবাসরের ৮৮ বছরের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল গত ৯ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডস্থিত বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জলধর বোস, নরেন্দ্রনাথ দেব, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য ধন্য রবিবাসর আজও সগৌরবে বিরাজমান। সর্বাধ্যক্ষা ড. নবনীতা দেবসেনের পৌরোহিত্যে অধিবেশনের সূচনা করলেন সম্পাদক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। নবনীতা দেবসেনকে নানান উপহারে সম্মানিত করা হয়। আলপনা সেনগুপ্তের পরিচালনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গাওয়া হয়। আলপনার লেখা কাব্যগ্রন্থ 'অরূপ রূপের সন্ধান' আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন নবনীতা দেবসেন। সভ্যসভ্যারা একে একে কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কবিতা পাঠ করেন বটকৃষ্ণ দে, অনিল দাঁ, ড. লাল বিহারী গোস্বামী, দিব্যেন্দু রায়, সুনীতা মুখোপাধ্যায়, সুলেখা ঘোষ। ড. শঙ্কর ঘোষ শোনালেন 'একবার বিরাজ গো'' গানটি। এছাড়া গাইলেন পরিমল রায়, ড. শেলী ভট্টাচার্য, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসরের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ থাকায় সকলেই যে গর্বিত তা জানা গেল। ড. উজ্জ্বল কুমার ছিলেন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর মৃত্যুতে সেই স্থানটি শূন্য হয়েছিল। ড. নবনীতা দেবসেন সেই স্থানে অভিষিক্ত হলেন। কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের লেখা কয়েকটি কবিতার সুরারোপ করেন আলপনা সেনগুপ্ত। তিনি এবং 'সুর বিভূতি'র ছাত্র ছাত্রীরা মিলে সেই গানগুলি পরিবেশন করেন। কুমুদ রঞ্জন মল্লিক স্মারক বক্তৃতাটি দেন রবিবাসরের বর্তমান সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্যের বিষয়ে ছিল 'নিবেদিতা ও সমকালীন বাংলা।' তথ্য সমৃদ্ধ এ আলোচনায় শ্রোতারা মুগ্ধ হল। সমাপ্তি সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন ড. শঙ্কর ঘোষ, নিবেদিতার উপর তার লেখা একটি গানই (কামনা যে পায়ে দলে গেল জ্বালায় বহ্নিশিখা) তিনি শোনালেন। দু'জন নতুন সদস্য হলেন রবিবাসরের। অধ্যাপক ড. স্বস্তি মন্ডল এবং সন্দীপ দত্ত। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সন্দীপ দত্ত। শেলী ভট্টাচার্য ডক্টরেট উপাধি পাওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। সমগ্র অধিবেশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন রবিবাসরের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. তুষার কান্তি ঘোষ।

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

ক্যালকাটা স্কাল্পচারস এর প্রদর্শনী

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে ক্যালকাটা স্কাল্পচারস এর ভাস্কররা তাদের বাইশতম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। বারো জন ভাস্করের কাজে সমৃদ্ধ এই প্রদর্শনী। ১৯৫৭ সালে বিখ্যাত ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত ভাস্করদের নিয়ে স্কাল্পচারস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ওই বছরেই তিনি দিল্লি চলে যাওয়ায় সেটা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সেই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রদোষ দাশগুপ্তের ছাত্রী উমা সিদ্ধান্ত, তাপস সরকার এবং অনিল সেন এই তিন ভাস্কর ১৯৯৩ সালে এই সংগঠনের সূচনা করেন। এই দলের প্রথম সভানেত্রী ছিলেন উমা সিদ্ধান্ত। বর্তমানে এই সংগঠনের সভাপতি শঙ্কর ঘোষ। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান। তাপস সরকার তার কাজে নিজস্ব ঘরানার ছাপ রেখেছেন। শঙ্কর ঘোষের কয়েকটি ভাস্কর্য বিষয় ভাবনার দিক থেকে বৈচিত্রপূর্ণ। অনিল সেনের ছোট কাজগুলি ছাড়াও 'প্রিন্সেস' শীর্ষক কাজটি একেবারে অন্য মেজাজের পরিচয় দিয়েছে। চন্দন রায়ের ভাস্কর্যে সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রোঞ্জ নির্মিত ধাবু শীর্ষক কাজটি

Fish
Bronze & Wood (33x22x4) In

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর সুব্রত পাল তার ব্রোঞ্জ ও কাঠের মিশ্র মাধ্যমে করা ভাস্কর্যগুলির মাধ্যমে তার ভাবনার অনবদ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। মিশ্র মাধ্যমে করা তার রিলিফ ভাস্কর্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সোমনাথ চক্রবর্তী তার কাজেও মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। এছাড়া সুব্রত বিশ্বাস, তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর রায়, কিঙ্কর সাহা, প্রভাত মাঝি এবং অতিথি শিল্পী সুকান্ত চৌধুরীর ভাস্কর্যগুলিও প্রদর্শনীতে সমৃদ্ধ করেছে।

লিলি লাই–এর চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি ইলোরা আর্ট গ্যালারিতে লিলি লাই এর একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। লিলির একটি প্রথম একক প্রদর্শনী এর আগে তিনি অনেক যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। শিল্পীদের সংস্থা 'শিল্প ভাবনার' তিনি একজন সদস্য। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চিত্রী ও চিত্র সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী এবং শিল্পী দিলীপ ব্যানার্জী। লিলি ভারতীয় রীতিতে ছবি এঁকে থাকেন। তিনি দীর্ঘদিন এই মাধ্যমে চিত্রচর্চা করে আসছেন। তিনি বিড়লা আকাদেমি থেকে আর্ট–এ ডিপ্লোমা লাভ করেছেন এবং বিখ্যাত শিল্পী মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ভারতীয় শৈলীর ছবির তালিম নিয়েছেন। প্রদর্শনীতে সিল্কের উপর করা অনেকগুলি ছবি দেখা গেল। এছাড়া ওয়াশ পদ্ধতিতে করা কিছু ছবিও স্থান পেয়েছে। অ্যাক্রেলিক মাধ্যমের অল্প কয়েকটি ছবি দেখা গেল। সমগ্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল সিল্কের উপর করা মা ও শিশু, পাখী (১) এবং পাখি (২) যেখানে তার পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিভার চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি গ্যালারি গোল্ডে প্রতিভা তাদের বত্রিশতম সম্মেলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রী অসিত পাল। এছাড়া সম্মান জানান হয় শিল্পী দেবব্রত চক্রবর্তী ও দিলীপ ব্যানার্জীকে। প্রদর্শনীতে পঁচিশজন চিত্রী, একজন ভাস্কর ও একজন আলোকচিত্রীর কাজ দেখা গেল। প্রদর্শনীতে প্রত্যেক শিল্পী তাদের পছন্দ মতো মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। শিল্পীদের মধ্যে যারা প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছেন তারা হলেন তন্ময় মন্ডল। তিনি বর্তমানে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে পেইনটিং নিয়ে পড়ছেন। তার ছবিতে তিনি কিছুটা দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বর্ষীয়ান শিল্পী সি জে অ্যান্টনির করা ল্যান্ডস্কেপগুলি ভাল লাগে। নিবেদিতা দাশগুপ্তের অ্যাক্রেলিকে করা মা সারদার প্রতিকৃতিটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ভারতীয় রীতির ছবি নিয়ে কাজ করেছেন টুলটুল মালাকার ও কৃষ্ণকলি ভুঁইয়া। দুজনের কাজে ভারতীয় শৈলীর নিজস্বতার আভাস পাওয়া যায়। স্বপন কুমার ডিংগালের সিটিস্কেপ নজর কাড়ে। সিদ্ধার্থ মুখার্জী সবসময়েই দুধরনের মাধ্যমে তার দুরকমের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনায় তিনি পেন ইংকে একটি সুন্দর কাজ এখানে রেখেছেন। আবার খুব যত্ন সহকারে পেন ইংকের সঙ্গে হাল্কা ওয়াশের ব্যবহারে একটি গাছের অনবদ্য ছবি এঁকেছেন। এছাড়া স্প্যাচুলার ব্যবহারে একটি দৃষ্টিনন্দন ল্যান্ডস্কেপ করেছেন।

'বৃষ্টিভেজা' বসন্ত সন্ধ্যায় সেতুর বসন্ত উৎসব...

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাইরে মেঘের গর্জন ও বৃষ্টি—ভিতরে জীবনানন্দ সভা ঘরে চলেছে সেতুর বসন্ত সন্ধ্যার উৎসব, এইভাবেই গত ১১ই মার্চ জমে উঠল সেতুর সাহিত্য সংস্কৃতির ষান্মাষিক অনুষ্ঠান... আসর যখন শুরু হল তখন সভাঘরে একটি আসনও খালি নেই; আসর যখন রাত্রি নটায় ভাঙল, তখনও সভাঘর কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের উপস্থিতিতে গমগম করছে— বোঝা গেল সেতুর সেতু বন্ধনের কাজ ঠিক পথে এগোচ্ছে...

অনুষ্ঠানের শুরু হল গীতা অধিকারির সুললিত কন্ঠে বিশ্ব কবির বসন্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কবিতার অংশ বিশেষপাঠের মাধ্যমে— সুন্দর সূচনা... এরপর মঞ্চে এলেন সেতুর কর্ণধার বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী। শ্রীজাতর একটি বিখ্যাত কবিতার ৪ লাইনের আবৃত্তির মাধ্যমে স্মরণ করলেন আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী কালিকা প্রসাদকে, যিনি 'চলে গিয়েও' রয়ে গিয়েছেন সকলের 'হৃদ গগণে'... এরপর সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে প্রয়াত শিল্পীর জ্যোর্তিময় আত্মাকে শ্রদ্ধা জানালেন। উদয় চক্রবর্তী এরপর তাঁর ভাষণে সেতুর তরফে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন কুঁদঘাট রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে প্রতি বৃহস্পতিবার পাঠাগারে সেতুর সভা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানালেন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরাকে যিনি সব সময়েই রয়েছেন সেতুর সাথে...

অতঃপর সূচনা সঙ্গীত; অংশ গ্রহণ করেন কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডু, গীতা অধিকারী, দেবাশিস গুহ, অরুণ গুহ, শিবানী দত্ত, রবীন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী সহ আরও ১ জন। গানটির ('আমরা পৌঁছে যাব সেই সে দেশে') রচয়িতা ও সুরকার বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সুব্রত ভদ্রই ছিলেন সমবেত সঙ্গীতটির মুখ্য কণ্ঠ শিল্পী। পরে সকলে সমবেত ভাবে গাইলেন, 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'—এই ভাবেই সেতুর সংস্কৃতিক সন্ধ্যার সুর বাঁধা হল অতি উঁচু তানে... অতঃপর মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন সেতুর সভাপতি বাগ্মী নিমাই মিত্র, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করলেন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা; প্রধান অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করলেন স্বনামখ্যাত কবি দীপ মুখোপাধ্যায় আর এই সাথে ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে সংগঠনের সভাপতি নিমাই মিত্র সেতুর বর্তমান কার্যাবলি নিয়ে একটি ভাষণ পাঠ করলেন। এরপর বালিকা শোভেনিকা চট্টোপাধ্যায় স্যার আইজ্যাক নিউটনকে নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতার আবৃত্তি শোনাল (আর একটু রেওয়াজ করতে হবে); কিশোরী দ্যিৎশা 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'–র আবৃত্তি ছিল অতি উজ্জ্বল। ভাল লাগল গুনেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তীর স্বরচিত কবিতা 'ধলেশ্বরীর বাঁধে'র পাঠ— স্মৃতিমেদুর রচনা... শিবানী দত্ত পরিবেশিত 'বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছো'–র পরিবেশনা সকলের মন ছুঁল... অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় সভাপতি কবি রত্নেশ্বর হাজরা তাঁর ভাষণে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন দেখতে হবে, সবাই যেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। আরও বললেন, সেতু একটি সংস্কৃতিক মঞ্চ, যে মঞ্চে সবাই থাকবেন তাঁদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ মন নিয়ে, এক সুরে এক তানে... দেবাশীষ গুহর গান, সব সময়ই এই প্রতিবেদকের মন ছোঁয়, এদিন কিন্তু তিনি গানে ('মধুর বসন্ত এসেছে) কিছুটা 'হোঁচট' খেলেন। কবি দীপ মুখার্জির হাতে সেতুর তরফে সম্মান জানিয়ে কবি রত্নেশ্বর হাজরা তুলে দিলেন পুষ্প স্তবক, মানপত্র, উপহার সামগ্রী, মিষ্টির প্যাকেট আর গলায় পরিয়ে দিলেন উত্তরীয়— অবশ্যই কবির সম্মানে স্বতঃপ্রণোদিত করতালিতে মুখরিত হল সভাঘর... এরপর দীপ মুখোপাধ্যায় বললেন, অল্পদিনের পরিচয় হলেও সেতুর সাংস্কৃতিক কাজকর্মের বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। পরে আসর জমালেন বসন্ত নিয়ে তাঁর ছড়া/কবিতা শোনানোর মাধ্যমে— 'কে বলে প্রেম বাজে জিনিস', সুদীর্ঘ অথচ অত্যন্ত মনোগ্রাহী পাঁচালী ধরনের রচনা 'প্রেম ছত্র' প্রভৃতি... এবারের অনুষ্ঠানে সংগঠনের তরফে সংবর্ধনা জানানো হল সভাপতি শ্রদ্ধেয় নিমাই মিত্র মহাশয়কে। সৌরীণ চ্যাটার্জি পাঠ করলেন নিমাই মিত্রকে প্রদত্ত মানপত্রটি— এই পাঠ থেকে জানা গেল শ্রীমিত্র হলেন খড়্গপুর আই. আই. টির ডিগ্রী ধারী বিশিষ্ট বাস্তুকার; অপরদিকে সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে সদা বিচরণরত। শ্রদ্ধেয় শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে বললেন, আজকের এই সম্বর্ধনা তাঁর বিশেষ প্রাপ্তি। শোনালেন সলিল চৌধুরীর কবিতা 'দুই বোন'— কজন এই কবিতাটি পড়েছেন? শ্রী মিত্রর বিভিন্ন সভায় বিবিধ পাঠ সব সময়েই মনোগ্রাহী... একই ভাবে বলতে হয় এদিন আসরে শর্মিলা মিত্রর নিবেদন রাগমিশ্রিত নজরুলগীতি ছিল হৃদয়স্পর্শী দুর্দান্ত পাঠ ছিল সৌরীণ চ্যাটার্জীর নিবেদন, কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 'মনের বাদল'... জয় ভট্টাচার্য্য শোনালেন রতন সেন গুপ্তর কবিতা 'ভালবাসা গল্পটা বল', শোনালেন সোহিনী ভট্টাচার্য্যের হিন্দী কবিতা— দুটিই ভাল লাগল— শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা অনেক চাপাচাপিতে শোনালেন তাঁর অনবদ্য কবিতা, 'যখন আপনার সময়' (যথার্থ সম্মান জানিয়েই বলব, সভায় 'মিতবাক' থাকার বিষয়ে কবি রত্নেশ্বর হাজরার কাছে অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির বিশেষ 'টিউশন' নেওয়া প্রয়োজন!...)

সুর সমৃদ্ধ 'শুন শুন ভাইবোনেরা'–র পরিবেশনায় আসর জমালেন সুব্রত ভদ্র... গান শুনিয়েছেন চন্দনা গোস্বামী, বনানী ব্যানার্জী; প্রবাসী বাঙালির অনুভূতি সমৃদ্ধ বিভূতি দাসের কবিতা 'আবছায়ার আড়ালে' খুবই ভাল লাগল... স্বাগতা পাল আসর জমালেন রতন তনু ঘাঁটি, দেবেশ ঠাকুর, সুবোধ সরকারের কবিতা শুনিয়ে, 'আছে সে নয়নতারায়' গানের কয়েক কলি শুনিয়ে তবে এদিন সভায় সেরা নিবেদন ছিল 'ক্যামেরাওলা' (!) শুভাশিস সরকারের নিবেদন, স্বরচিত কবিতা (এক জীবনের') পাঠ, মাউথ অরগানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর শোনানো কবিতা পাঠের অংশ হিসাবে, 'বালা নাচতো দেখি' শোনানোর মাধ্যমে। বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল স্বাগতা পালকে এদিন বিশেষ 'সম্মাননা' জানানো হয়। তরুণ আবৃত্তিকার সৌম্যদীপ মোদকের বিবিধ আবৃত্তি ভাল লাগল। দীপন সেনগুপ্তর রবীন্দ্রনাথের 'বাচস্পতির' পাঠ ছিল বাচিক শিল্পী দীপন সেন গুপ্তেরই পরিচয়; যুবা আবৃত্তিকার/বাচিক শিল্পী বিপ্লব চক্রবর্তীর নিবেদন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা কবির মৃত্যু নেই সেতুর 'কর্ণধারকে' শঙ্কিত করবে (গর্বিতও করবে!) দেবাশীষ মল্লিকের গান সুকান্তর 'ঠিকানা' মোটামুটি সবার ভাল লাগলো... ভাল লাগলো গীতা অধিকারির পাঠ, শর্মিষ্ঠা সরকারের কবিতা, 'কোথাই পাই'? তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহর প্রথম দুটি জাদু সকলের খুবই ভাল লাগে তবে তৃতীয়টি অনেকেই আগে দেখেছেন, তাই এটি বাদ দিলে ভাল হতো (এ বিষয়ে অপরাধী প্রিয়মের প্রশিক্ষক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়!)। বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমাই মিত্রকে জাদু জগতের তরফে সম্মাননা জানালেন তাঁকে পি সি সরকার স্মারক সম্মান (ইন্ডিয়া পোস্টের তৈরী) প্রদান করে (এই সুযোগে তাঁর একটি 'হিজিবিজি' পদ্যও শুনিয়ে দিলেন)। 'সেতুর কর্ণধার হলেন উদয় চক্রবর্তী', একথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েই বলব উদয় চক্রবর্তীর গল্প 'গর্ভপণ' তাঁর নতুন পরিচয় তুলে ধরল সেতুর আসরে। এদিন কবিতা, গানে, পাঠে আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন। সঞ্চালনায় গীতা অধিকারী, দীপন সেনগুপ্ত ছিলেন যথাযথ। সঞ্চালনায় 'চটুলতা'–র কথা বাদ দিলে জয় ভট্টাচার্য্যের নামও উল্লেখ করতে হয়...

আগামী ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মরণ সভার বিষয়ে আরও জ্ঞাতব্য আগামী ৬ই মে জীবনানন্দ সভাগৃহে উপরোক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আজকের প্রবাদ প্রতিম ছড়াকার ভবানী প্রসাদ মজুমদার; এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত থাকবেন সময়ের শব্দ, অতন্ত্র পথ, বাঙালির মন, সহযোদ্ধা, সায়াহ্নে, অন্য চোখ প্রভৃতি উজ্জ্বল লিটল ম্যাগাজিনগুলির লেখক–লেখিকা গোষ্ঠী।

যোগাযোগ : অনুষ্ঠানের মুখ্য নির্দেশক: ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন (মোবাইল : ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫)

বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৪

পরিচালনায়
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ
ব্যবস্থাপনায়
বাওয়ালী সখ্য সংঘ ও শিশু সংগঠন
স্থান: বাওয়ালী সখ্য সংঘ মাঠ, নোদাখালি দক্ষিণ ২৪ পরগনা
বাংলা ২৩শে বৈশাখ, ১৪২৪ ইংরাজী : ৭ই মে ২০১৭ রবিবার

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন।** **জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

বাগান না আইজল? আই লিগের ফয়সালা হতে চলেছে আজ

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতসেরা কে তার ফয়সালা সম্ভবত হয়ে যাবে আজ, শনিবারই। দীর্ঘদিন এ নিয়ে চলতে থাকা টালবাহানার এবার অবসান ঘটবে তাও একরকম নিশ্চিত। এখন কথা হল পঞ্চমবারের জন্য আই লিগের মুকুট মোহনবাগানের মাথায় বসবে, না প্রথমবারের জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধি আইজল এফসি চ্যাম্পিয়ন হবে সেসব কিছুর জবাব মিলবে আজই। দুদলের পয়েন্ট সংখ্যা ৩৩। যদিও গোলসংখ্যার বিচারের মোহনবাগান অনেকটা এগিয়ে আইজল এফসি'র চেয়ে। তাছাড়া দুদলের একমাত্র যে সাক্ষাত হয়েছে রবীন্দ্র সরোবরের মাঠে তাতে কিন্তু জয়ী হয়েছে মোহন ব্রিগেডই। ফলে বাগান খানিকটা অ্যাডভ্যান্টেজ হাতে নিয়েই এদিন মাঠে নামতে চলেছে। তবে আইজলের তরুণ বাহিনী যে কোনও মুহূর্তে অঘটন ঘটিয়ে দেওয়ার রসদ তাঁদের ভাঁড়ারে মজুত রেখেছে। তার ওপর ঘরের মাঠে খেলা। যা আইজলকে অনেকটা স্বস্তিতে রাখছে।

পাশাপাশি দুরন্ত ফর্মে থাকটা সনি নর্ডি, মাঠজুড়ে খেলা অধিনায়ক কাতসুমি, ছটফটে ড্যারেল ডাফি, বলবন্ত, আজহারউদ্দিন, জেজে, সৌভিক, প্রবীর সর্বোপরি গোলকিপার দেবজিত প্রত্যেক পজিশনে এত বৈচিত্র এবং প্রতিভার সংমিশ্রণ বাগানকে অনেকটা এগিয়ে রাখছে। এই ম্যাচ ড্র করে পরের ম্যাচে ঘরের মাঠে চেন্নাই এফসিকে হারাতে পারলেও অবশ্য বাগান আই লিগ পেয়ে যাবে। কারণ শেষ ম্যাচে আইজল যদি লাজং এফসিকে হারিয়েও দেয় তাও গোলপার্থক্যে সবুজ মেরুনই টেক্কা দিয়ে যাবে। মোহন শিবির ঘুরে দেখলে বোঝা যাচ্ছে তারা ড্রয়ের জন্য মোটেই মাঠে নামছেন না। বরং সঞ্জয় সেনরা পাখির চোখ করেছেন আইজল বিজয়কে। সেক্ষেত্রে চলছে শেষ মুহূর্তের মাস্টার স্ট্রোক। আজহারউদ্দিন মল্লিককে দিয়ে যেমন ডার্বিতে কামাল করেছেন বাগান কোচ তেমনই কোনও নতুন ছক হয়তো ঘোরাফেরা করছে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ডিঙানোয়।

গত ৪ বছরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে এর মধ্যে দুবার আই লিগ পেয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। আর একবার মোহনবাগান। এবার জিতলে গত ৩ বছরের মধ্যে ২ বার আই লিগ জয় সম্পন্ন হয়ে যাবে সবুজ-মেরুনের। সেদিক থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের অনেক পিছিয়ে। বস্তুত নব্বইয়ের দশকের পর আর আই লিগের নামগন্ধ নেই লাল-হলুদে। সেদিক থেকে বাগানের গ্রাফ এখন চড়চড়ে ওপরে উঠছে। দেশের অন্যতম সেরা টিম নিঃসন্দেহে সঞ্জয় সেনের দল। গত ৩ বছরের ধারাবাহিকতা হারিয়ে বেঙ্গালুরু এখন নিচের সারিতে। গোয়ার দলগুলি তাদের কৌলিন্য হারিয়েছে। এমতাবস্থায় বাগানের সামনে দেশের সেরা হওয়ার লড়াইয়ে একমাত্র উঠে আসছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আইজল এফসি। বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা ধাপ পেরিয়ে ১০১ তম স্থানে উঠে আসার পর ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও দেশে ফুটবলকে আরও ছড়াতে নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন এই গেমসকে। তার ফসল হিসেবে আইজলের উঠে আসা কার্যত ফেডারেশনের কাছে আশীর্ব্বাদস্বরূপ। কিন্তু সহজে আইজলের কার্যসিদ্ধি হতে দেবে না বাগানের মতো অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া দল। তাই নবীন আইজল বনাম প্রবীন বাগানের মোকাবিলা হিসেবেও এই দ্বৈরথকে দেখা হচ্ছে। শনিবারের এই মেগা যুদ্ধে বাগানের যেমন মাইনাস পয়েন্ট বিপক্ষের মাটিতে খেলা তেমনই ঘরের মাঠ আইজলের চাপকে বাড়িয়ে দেবে ষোলোআনা। আরের অতীত অভিজ্ঞতা বলছে এই ধরণের ম্যাচে টেনশনের সামাল দিতেই তুলনামূলক আনকোরা প্রতিপক্ষ নাজেহাল হয়ে যায়। সেই জায়গাটা তৈরি হলে মোহনবাগানের পক্ষে ৫ বারের জন্য আই লিগ ঘরে আনা একরকম নিশ্চিত।

মোহনবাগানের সবথেকে প্লাস পয়েন্ট যেটা তা হল মোটের ওপর গত ৩-৪ বছর ধরে এক টিম ধরে রাখা। সনি নর্ডি, কাতসুমি, দেবজিত, সৌভিক, প্রবীর, জেজে, বলবন্তরা দীর্ঘদিন ধরে বাগানে ফুল ফুটিয়ে আসছেন। দলের মধ্যে একটা পারিবারিক মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এই আবহ চট করে ভারতের কোনও ক্লাবে পাওয়া যাবে না। একসময় গোয়ার দলগুলো লাগাতার সাফল্য পেয়েছিল এই এক টিম ধরে রাখার মানসিকতায়। ডেম্পো, চার্চিলের টানা আই লিগ জয় এই নীতির ওপর ভর করেই সাকার হয়েছিল। বাগান ম্যানেজমেন্ট আরও একটা দিক থেকে প্রশংসার দাবি রাখেন। দলের ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন সঞ্জয় সেনের হাতে। ম্যানেজমেন্টের এই ভরসার দাম দিতে কার্পণ্য করছেন না চেতলার এই কৌশলী কোচ। ফলে আসছে একের পর এক জয়। শুধু কি আই লিগে। এএফসি কাপেও বাগান দারুণ খেলছে। এই তো কদিন আগেই বাংলাদেশের আবাহনী ক্রীড়াচক্রের মতো দলকে থামিয়ে দিয়েছে সবুজ-মেরুন বাহিনী।

দুঃসময় পিছু ছাড়ছে না ইস্টবেঙ্গলের

লাল-হলুদের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে চোট মৃদুলের, স্টপগ্যাপ কোচ রঞ্জন

যুধিষ্ঠির নস্কর : সত্যি খুব খারাপ সময় যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের। এতটা খারাপ সময় তাদের ক্লাবে বোধহয় খুব কমই এসেছে। যে ইস্টবেঙ্গলকে সবসময় দেখা গিয়েছে দুঃসময় এলে ঘুরে দাঁড়াতে এই লাল-হলুদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ইস্টবেঙ্গল যেন পুরনো সেই ইস্টবেঙ্গলের মমি মাত্র। কোনওভাবেই ফুটবলারদের উদ্দীপ্ত করা যাচ্ছে না। কর্মকর্তারাও কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে তার রাস্তাও মিলছে না। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে যে ব্রিটিশ কোচ ট্রেভর জেমস মর্গ্যানকে কোচ করে আনা হয়েছিল তিনিও সুপার ফ্লপ। প্রত্যাশামতোই তাঁর বিদায় ঘটেছে। কিন্তু মর্গ্যানের পরিবর্তে যে সন্তোষ ট্রফি জয়ী কোচ মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আনা হল তিনিও লিগামেন্ট ছিঁড়ে শয্যাশায়ী। পরিস্থিতি এমন অন্তত দু থেকে তিন মাস কোচিংয়ে ফিরতে পারবেন না মৃদুল। অগত্যা ঠেকা দেওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল কোচ করেছে সহকারির লেবেল পড়ে যাওয়া রঞ্জন চৌধুরীকে। রঞ্জনের সামনে এখন আই লিগের দুটি ম্যাচ। যা জিতে সম্মানজনকভাবে ইস্টবেঙ্গলকে এবারের আই লিগ উতরে দেওয়াই লক্ষ্য রঞ্জনের। সেই প্রেক্ষিতে ইস্টবেঙ্গল যদি তৃতীয় হতে পারে তাহলেই অনেক। আর আই লিগ ফসকে যাওয়ার পর ফেডারেশন জয়কে পাখির চোখ করছে লাল-হলুদ শিবির। তবে তা কতটা বাস্তবায়িত হবে তা বলা মুশকিল। কারণ এই হতোদ্যম ইস্টবেঙ্গলকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। বিদেশি ফুটবলারদের মানও এতটা নিচে যে এঁদের নিয়ে ফেড কাপ জেতা প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে প্লাজা, বুকেনিয়া, ওয়েডসনদের নিয়ে কতটা সফল হওয়া সম্ভব তাও প্রশ্নের মুখে। অথচ মরসুমের শেষ মুহূর্তে নতুন করে কোনও বিদেশিকে নেওয়াও তো সম্ভব নয়।

ইস্টবেঙ্গলকে তাদের হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে হলে এখন থেকেই সামনের মরসুমের দিকে তাকানো প্রয়োজন। এবার না হলেও পরের আই লিগ ক্লাব তাবুতে আনার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। আর নয়া সিজনে ইস্টবেঙ্গল যে রঞ্জন চৌধুরীর কোচিংয়ে খেলবে না তা একরকম নিশ্চিত। মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দ্রুত সুস্থ না হতে পারেন তবে আর্মান্দো কোলাসোকে দেখা যেতে পারে কোচ হিসেবে। ইস্টবেঙ্গল সূত্রে এমন খবরই মিলছে। এ ব্যাপারে অবশ্য ক্লাবে দুধরণের মতামত রয়েছে। একদল মনে করছে ঘটা করে প্রচুর টাকা খরচ করে নামিদামি কোচ এনেও যখন কিছু হচ্ছে না তখন একটা মরসুম স্থানীয়দের দিয়েই দেখা হোক।

সেই থিওরি মেনেই মৃদুলকে আনা হয়েছিল। এখন তিনি চোট পাওয়ায় অগত্যার গতি হিসেবে রঞ্জন চৌধুরীর পদার্পণ ঘটল ক্লাব তাবুতে। তবে তাঁর মেয়াদ যে সাময়িক তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। নয়া মরসুমের জন্য বিদেশিদের খোঁজ চলছে জোরকদমে। এ ব্যাপারে নানা মহল থেকে চেষ্টা চরিত্র চালানো হচ্ছে। বেশ কয়েকজন বিদেশির ভিডিও ক্লিপিংস ও বায়োডাটা এসে পৌঁছেছে ক্লাব কক্ষে। যাঁদের মধ্যে ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ চলছে। এর ওর কথায় আর উলটো পাল্টা ফুটবলার আনতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গল। তাই দেখেশুনে তবেই বিদেশি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে সামনের মরসুমে স্ট্রাইকিং ফোর্সকে জোরদার করার জন্য এখন থেকেই ব্লু-প্রিন্ট ছকা হচ্ছে। লাল-হলুদ কর্তাদের কথায় যেন তেন মূল্যে আই লিগ ক্লাবে না আনতে পারলে আমাদের শান্তি নেই।

মোহনবাগান যেভাবে তিন-চার বছর ধরে এক ফুটবলার ও ভালো মানের বিদেশি রাখায় সাফল্য পেয়েছে সেই মডেল অনুকরণেও ভাবনা চিন্তা চলছে লাল-হলুদে। সেক্ষেত্রে অবশ্য সিনিয়রদের অধিকাংশের ওপর রুষ্ট ক্লাব তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার পথে। তবে থেকে যাবেন জুনিয়রদের একটা বড় অংশ। এঁদের সঙ্গে ৩-৪ জন ভালো মানের বিদেশি আনতে পারলে দলের ভাগ্যের চাকা ঘুরবে বলে মনে করছে সমর্থক থেকে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

প্যারা অলিম্পিকে পদক জিতেও অবহেলিত বীরভূমের শামিমা

অভীক মিত্র : প্যারা অলিম্পিকে পদক জিতে তাক লাগিয়ে দিল বীরভূম জেলার নলহাটি ব্লকের বসন্ত গ্রামের বাসিন্দা এক পাথর শ্রমিকের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদ মেয়ে শামিমা খাতুন। ৩১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল রাজস্থানের জয়পুরে সর্বভারতীয় প্যারা অলিম্পিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় 'ব্রেস্টস্ট্রোক ও বাটারফ্লাই' বিভাগে সোনার পদক পায় শামিমা। 'ফ্রি স্টাইল ও ব্যাক স্ট্রোক' বিভাগেও তিনটে রুপোর পদক পায় সে। কিন্তু এই কৃতিত্বের পরেও প্রচারের আলো থেকে অনেক দূরে রয়ে গিয়েছে অন্তরালে।

শামিমা ও তার কোচ

গত পরপর দু বছর দুটি করে সোনা ও দুটি করে রুপো জিতেছিল শামিমা। ছোটোবেলায় পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে বাঁ পায়ের শক্তি হারিয়েছে শামিমা। কিন্তু সব বাধাকে উড়িয়ে দিয়ে সে ক্রীড়া জগতে বীরভূম জেলার নাম লিখে রাখলো স্বর্ণাক্ষরে। গতবছর শামিমাকে জেলা প্রশাসন একটি মেডেল ও রাজ্যপাল ১১০০০ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর আর কেউ খোঁজ রাখেনি শামিমার। বাড়ি থেকে ২ কিমি দূরের পুকুরে অনুশীলন করতে যেতে হয় তাকে। এই বছর নলহাটি হাই মাদ্রাসা থেকে মাধ্যমিক দিয়েছে শামিমা।

মনসাদ্বীপে ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনসাদ্বীপ নিউ তরুণ বালক সংঘের আয়োজনে ডে নাইট সেভেন সাইট মিনি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় ১৮ এপ্রিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের সদস্য সন্দীপ পাত্র ও সাগর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার বালেশ্বর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ধীরেন্দ্রনাথ দাস ও প্রমুখরা। ১৬টি টিমের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অংশ গ্রহণ করেন সভাপতি গোপাল জায়া ও সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দাস বলেন যুবগোষ্ঠীকে ক্রীড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে এবং শারীরিক গঠন ভালো করবার জন্যই এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খেলায় জয়ী হয় ধবলাট আস্থা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

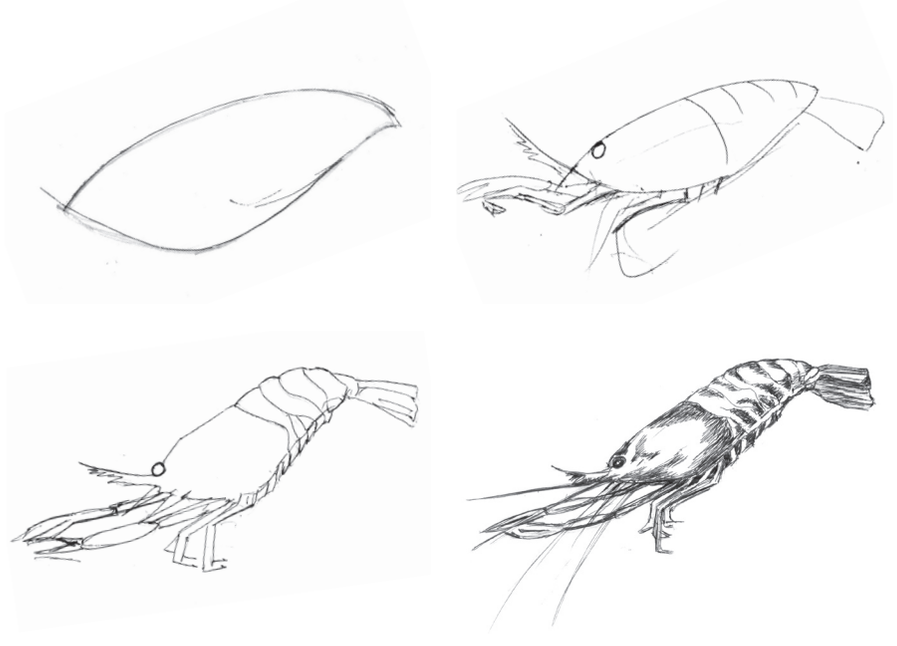

ধাঁধা

পাঁচ অক্ষরের নাম তার
সুখের পাখির দাবিদার
শেষের তিন দিলে ছাড়
ধোঁয়ার যাবে ভরে
প্রথম দু অক্ষর বাদ দিলে
গিলে খাবে তারে

ধাঁধা পাঠিয়েছেন দুর্গাদাস সরকার

উত্তর পাঠাও এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপের-এর মাধ্যমে ২২ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল-এর মধ্যে ৯০৬২২০১৯০৬ এই নম্বরে। পাঠাতে পার আমাদের ইমেল আইডিতে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না। তোমরাও ধাঁধা পাঠাতে পার।

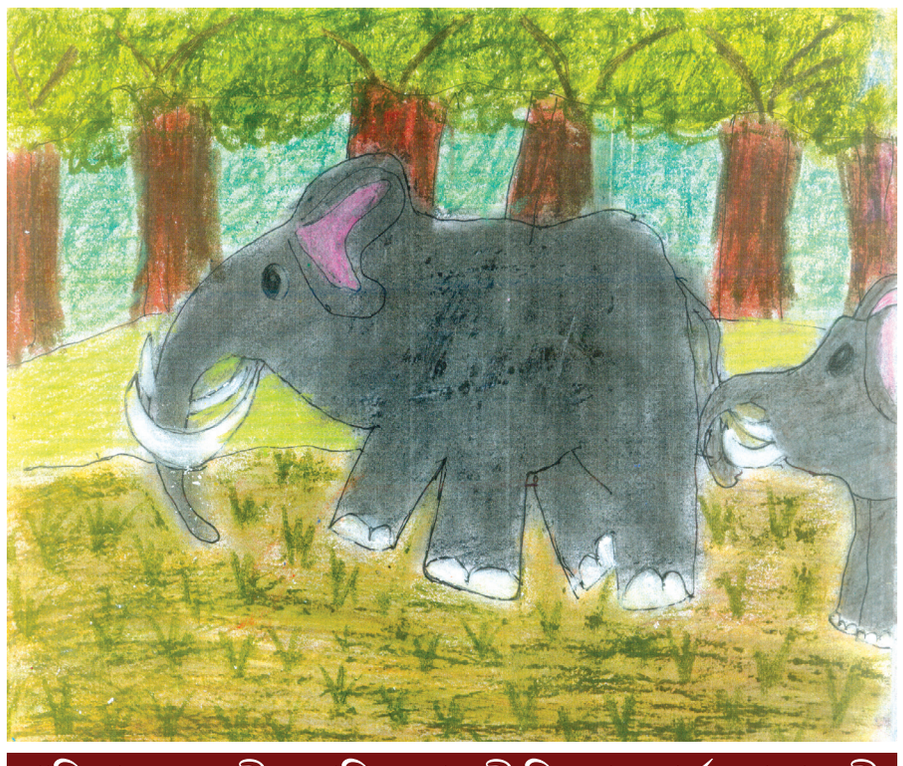

ঋত্বিকা বসু, তৃতীয় শ্রেণি, মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড এ্যাকাডেমী

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com